সঞ্চয়ন

বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস

সূচি পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মু'মিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল-কুরআনে মু'মিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ .

১। আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত–৫৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

خَلَقْتُ -(খালাকতু)-আমি সৃষ্টি করেছি; لِيَعْبُدُوْنِ (লিইয়া'বুদূন)-আমার ইবাদত করার জন্য। اَلْاِنْسَ (আল-ইনসা)-মানুষ।

২– اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

২। নিশ্চয় আমি আমার লক্ষ্যকে ঐ সত্তার জন্য স্থির করে নিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আনয়াম-৭৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَجَّهْتُ (ওয়াজ্জাহতু)- আমার লক্ষ্যকে (চেহারাকে) স্থির করে নিয়েছি। فَطَرَ (ফাতারা)-সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করেছেন। الْمُشْرِكِيْنَ (মুশরিকীন)-মুশরিকদের, মুশরিক ঐ ব্যক্তিদের বলা হয়, যারা আল্লাহর জাতের (সত্তার) সাথে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করে। حَنِيْفًا (হানীফা)-পূত-পবিত্র একনিষ্ঠ।

৩– اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ– يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

৩। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। অতঃপর তারা (দুশমনদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়)।(সূরা তাওবাহ-১১১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِشْتَرٰى (ইশতারা) ক্রয় করেছেন। اَلْمُؤْمِنِيْنَ (আল-মু'মিনীনা) মুমিনদের। اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ (আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম) -জান ও মাল। الْجَنَّةَ (জান্নাতা)- বেহেশতের বিনিময়ে। يُقَاتِلُوْنَ- (ইউক্বাতিলূনা)- তারা সংগ্রাম করে।

٤–اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اللّٰهَ .

৪। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না।

(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ-১৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَعْبُدُوْا (তা'বুদূ), তোমরা ইবাদত করো।

٥–يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ .

৫। হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। (সূরা হূদ-৫০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُعْبُدُوْا (উ'বুদূ)- তোমরা ইবাদত করো। اِلٰهٍ (ইলাহিন)- ইলাহ বা উপাস্য নাই। غَيْرُ (গাইরু)-ব্যতীত।

٦–كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

৬। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আল ইমরান-১১০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

أُمَّةٍ (উম্মাতিন)-উম্মাহ্, জাতি। أُخْرِجَتْ (উখরিজাত)- তোমাদের বের করা হয়েছে। تَأْمُرُوْنَ (তা'মুরূনা)- তোমরা আদেশ করো, নির্দেশ করো। بِالْمَعْرُوْفِ (বিল মা'রূফ)-সৎ কাজের, ভালো কাজের, উত্তম কাজের। تَنْهَوْنَ (তানহাওনা)- তোমরা নিষেধ করবে, বিরত রাখবে।

৭- قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৭। (হে নবী) আপনি বলুন ঃ নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছু বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। (সূরা আনআম-১৬২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

صَلَاتِىْ (সালাতী)- আমার নামায। وَنُسُكِىْ (ওয়ানুসুকী)-আমার কোরবানী বা উপাসনা। وَمَحْيَاىَ- (ওয়া মাহইয়াইয়া)- আমার জীবন। وَمَمَاتِىْ -(ওয়ামামাতী)- আমার মরণ। اَلْعٰلَمِيْنَ (আল্-আলামীন)-বিশ্বজাহানের।

৮-قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

৮। (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ আমি নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা যুমার-১১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُمِرْتُ (উমিরতু)- আমি আদিষ্ট হয়েছি। مُخْلِصًا (মুখলিছান)- নিষ্ঠার সাথে। اَلدِّيْنَ (আদ্ দীনা)- জীবন ব্যবস্থা।

৯-وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

৯। এইরূপে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পারো। (সূরা আ- বাকারা-১৪৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَسَطًا (ওয়াছাতান)- মধ্যমপন্থী জাতি। شُهَدَاءَ (শুহাদাআ)- সাক্ষীগণ। النَّاسِ- (আন্নাছ)- মানবজাতি।

١٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আল মাইদা-৩৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِتَّقُوا (ইত্তাকু)- তোমরা ভয় করো। وَابْتَغُوْٓا (ওয়াবতাগূ)- সন্ধান করো। الْوَسِيْلَةَ (অসীলাতা)-নৈকট্য লাভের উপায়। وَجَاهِدُوْا- (ওয়াজাহিদূ)-তোমরা জিহাদ করো, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাও। تُفْلِحُوْنَ (তুফলিহূন)- তোমরা সফল হবে, কামিয়াব হবে।

আল-হাদীসে মু'মিন জীবনের উদ্দেশ্য

١- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ (بخارى).

১। হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসে, আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ্‌র জন্য দান করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে (বুখারী)

٢- عَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاقَ طَعَامَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً (متفق عليه).

২। হযরত আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে তার রব, ইসলামকে দীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। (বুখারী-মুসলিম)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِى؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّى (مسلم).

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসেছিলে তারা কোথায়? আজ তাদেরকে আমি আমার সুশীতল ছায়ার নীচে স্থান দেব, যেদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। (মুসলিম)

٤-وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. (متفق عليه)

৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী ও মুসলিম)

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও তার ফজিলাত

আল-কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াত

١- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً.

১। আর ধীরে-সুস্থে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো। (সূরা মুজ্জাম্মিল-৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَرَتِّلِ- (ওয়ারাত্তিল)- তিলাওয়াত করো, পাঠ করো। تَرْتِيلاً- (তারতীলান)- ধীরে-সুস্থে, স্পষ্টভাবে।

٢- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً.

২। আর আমি এই কুরআনকে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল করেছি যেন আপনি তা মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পারেন। আর আমি তা নাযিল করার সময়ও পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। (যেন তা সহজে ও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়)। (বনী ইসরাঈল-১০৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

قُرْآنًا (কুরআনান)- কুরআনকে, আল্লাহর প্রেরিত বিধানকে। فَرَقْنَاهُ (ফারাকনাহু)- আমি অবতীর্ণ করেছি পৃথক পৃথকভাবে, আলাদা আলাদাভাবে। لِتَقْرَأَهُ -(লিতাকরাহু)- যাতে তুমি তা পাঠ করো। نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً -(নায্যালনাহু তানযীলান)- নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে, ক্রমান্বয়ে।

٣-وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً.

৩। আমি তা (কুরআন) এক বিশেষ নিয়মে পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা ফুরকান-৩২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَرَتَّلْنَاهُ (ওয়ারাত্তালনাহু)-সজ্জিত করেছি; সাজিয়েছি। (বিশেষ নিয়মে)।

আল-হাদীসে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও তার ফজিলাত

١- عَنْ عُثْمَانَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

১। হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, তিরমিযী)

٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لاَ اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

২। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে তার বদলে একটি নেকী দান করবেন। আর প্রতিটি নেকী দশ গুণ। আমি বলি না যে, আলিফ,-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (তিরমিযী, মেশকাত)

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ-

৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে আল-কুরআনের কোনো জ্ঞান নেই তা বিরান ঘরতুল্য। (তিরমিযী

٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمَاهِرُ بَالْقُرْاٰنَ مَعَ السَّفَرَةَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ.

৪। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত নেকী লেখক ফেরেশতাদের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে বেধে বেধে যায়, (তারপরও চেষ্টা চালায়) তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব (অর্থাৎ কষ্ট করার জন্য এক গুণ এবং তেলাওয়াতের জন্য এক গুণ)

٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ.

৫। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে। (আবু দাঊদ, মেশকাত)

٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ.

৬। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ করো, নিশ্চয় তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করবে।

ঈমান

আল-কুরআনে ঈমান

١- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

১। (আল-কুরআন) সেইসব মুত্তাকীর জন্য হেদায়াত (পথনির্দেশ), যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে (নবীদের প্রতি) যা নাযিল হয়েছিলো তাতেও ঈমান আনে ও পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল-বাকারা ২-৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

هُدًى (হুদান)- হিদায়াত, পথনির্দেশ, সঠিক বা সরল পথ। لِلْمُتَّقِيْنَ (লিল মুত্তাকীন)-মুক্তাকীদের জন্য, যারা আল্লাহভীরু তাদের জন্য। يُؤْمِنُوْنَ (ইউ'মিনূনা)- বিশ্বাস করে, ঈমান রাখে। بِالْغَيْبِ (বিল গইবি)- অদৃশ্যে, না দেখা জিনিসে। يُقِيْمُوْنَ (ইউক্বীমূনা)- প্রতিষ্ঠিত করে, চালু করে, ভিত্তি স্থাপন করে, কায়েম করে। يُنْفِقُوْنَ (ইউনফিকূনা)- তারা খরচ করে, ব্যয় করে। يُقِنُوْنَ (ইউক্বিনূনা)-দৃঢ় বিশ্বাস করে।

٢- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বাকারা-২০৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُدْخُلُوْا (উদখুলূ)- তোমরা প্রবেশ করো, তোমরা দাখিল হও। السِلْمِ (আসসিলমি)-ইসলামে। كَآفَّـةً (কাফফাতান)- সম্পূর্ণভাবে। وَلاَ تَتَّبِعُوْا (ওয়ালা তাত্তাবি'উ)-এবং তোমরা অনুসরণ করো না। خُطُوٰتِ (খুতুওয়াত)- পদাঙ্কগুলো, রেখাসমূহ। عَدُوٌّ (আদুব্বুন)- দুশমন। مُبِيْنٌ (মুবীন)- প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট।

٣- مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩। যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা বাকারা-৬২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَجْـرٌ (আজরুন)- পুরস্কার। خَوْفٌ (খাওফুন)-ভয়। يَحْزَنُوْنَ (ইয়াহঝানুন)- বিষন্ন হবে।

٤-فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَانْفِصَامَ لَهَا.

৪। অতঃপর যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। (বাকারা-২৫৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

بِالطَّاغُوْتِ (বিত্তাগূত)-খোদাদ্রোহীকে। اِسْتَمْسَكَ (ইসতামসাকা) -ধারণ করলো। بِالْعُرْوَةِ (বিল উরওয়াতা)- রজ্জু বা হাতলকে, রশিকে। الْوُثْقٰى (উছক্বা)- মজবুত, শক্ত। لاَانْفِصَامَ (লানফিসামা)- ছিন্ন হওয়ার নয়।

٥- فَـآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

৫। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (আল ইমরান ঃ ১৭৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

فَآمِنُوْا (ফাআমিনূ)-তোমরা তাই ঈমান আনো। تَتَّقُوْا (তাত্তাকূ)-তোমরা ভয় করো। اَجْرٌ (আজরুন)-পুরস্কার। عَظِيْمٌ (আজীম)- বিরাট।

٦-كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ .

৬। এরা সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে। (বাকারা-২৮৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ (ওয়ামালাইকাতিহি)-তার ফেরেশতাদের প্রতি। وَكُتُبِهٖ (ওয়া কুতুবিহি)-তাঁর কিতাবসমূহে। وَرُسُلِهٖ (ওয়া রুসুলিহি)- তার রাসূলদের প্রতি।

٧- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

৭। মুমিন মূলত তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (সূরা নূর-৬২)

٨-فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا۔

৮। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি। (তাগাবুন-৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَالنُّوْرِ (ওয়ান্নুরি)-আল্লাহর নূর। اَلَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا (আল্লাযী আনযালনা)- আমি যা নাযিল করেছি।

৯-اِنَّ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

৯। যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করে দেই। অতএব তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (সূরা নামল-৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

زَيَّنَّا (যাইয়্যান্না)-চিত্তাকর্ষক করে দেই। لَهُمْ (লাহুম)-তাদের জন্য। يَعْمَهُوْنَ (ইয়ামাহূন)-তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

১০-قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ.

১০। (হে নবী) আপনি বলুন ঃ আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের প্রতি এবং তাদের পূর্বাপর নবীগণের প্রতি।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اٰمَنَّا (আমান্না)- আমরা ঈমান আনলাম, বিশ্বাস স্থাপন করলাম। اُنْزِلَ (উনযিলা)- আমি নাযিল করেছি, অবতীর্ণ করেছি। وَالْاَسْبَاطِ (ওয়াল আছবাত)-পূর্বাপর নবীগণ।

আল-হাদীসে ঈমান

১-عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ-

১। হযরত আমর বিন আবাসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? তিনি বলেন, (ঈমান হলো) ছবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা)। (মুসলিম)

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً.

২ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে কবুল করে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বত্তমটি হলো– এই বলা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ নেই এবং সর্বনিম্নটি হলো-রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী-মুসলিম)

٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًالِمَاجِئْتُ بِهٖ.

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি (অন্তকরণ) আমার উপস্থাপিত দীনের (জীবন ব্যবস্থার) অনুসারী হবে। (শরহুস সুন্নাহ্)

প্রথম দফা ঃ দাওয়াত

আল-কুরআনে দাওয়াত

১- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১। তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহবান জানাবে, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আল ইমরান-১০৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَدْعُوْنَ (ইয়াদ'উনা)- তারা ডাকবে, আহ্বান করবে। يَأْمُرُوْنَ (ইয়া'মুরূনা)-তারা নির্দেশ দেবে। يَنْهَوْنَ (ইয়ানহাওনা)- তারা নিষেধ করবে। اَلْمُنْكَرُ (আল-মুনকার)-অন্যায় অশ্লীল। اَلْمُفْلِحُوْنَ (মুফলিহূন)- সফলকাম, কৃতকার্য।

২- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

২। তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আল ইমরান-১১০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

كُنْتُمْ (কুনতুম)- তোমারা হলে। اُخْرِجَتْ (উখরিজাত)- (তোমাদেরকে) বের করা হয়েছে, নির্বাচিত বা বাছাই করা হয়েছে। تُؤْمِنُوْنَ (তু'মিনূনা)- তোমরা ঈমান আনো, তোমরা বিশ্বাস রাখ। اَلْمَعَرُوْفِ (আল-মা'রূফ)- ভালো, নেক কাজ।

٣-يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ.

৩। হে রাসূল! (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা। আর যদি আপনি তা না করেন, তাহলে তো আপনি তাঁর পয়গাম (বার্তা) পৌঁছালেন না।

(সূরা মাইদা-৬৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

بَلِّغْ (বাল্লিগ)-পৌঁছাও। بَلَّغْتَ (বাল্লাগতা)- তুমি পৌঁছালে। رِسَالَتَهٗ (রেসালাতাহু)- তাঁর পয়গাম। رَبِّكَ (রব্বিকা)- তোমার প্রভু।

٤- وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৪। তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎ কাজ করে এবং বলে, নিশ্চয় আমি একজন মুসলমান। (সূরা হা মীম-আস-সাজদাহ-৩৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَحْسَنُ (আহসানু)- অধিক ভালো, অধিক উত্তম। دَعَا (দাআ)-ডাকে। صَالِحًا (সলিহান)-নেকী। اَلْمُسْلِمِيْنَ।(মুসলিমীন)- আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলমানদের)।

٥-اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ اَحْسَنُ.

৫। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে ডাকো হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।

(সূরা নাহল-১২৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُدْعُ (উদউ)-তুমি ডাকো। بِالْحِكْمَةِ (বিলহিকমাতি)- কৌশল সহকারে, প্রজ্ঞাসহকারে। وَالْمَوْعِظَةِ (ওয়ালমাওয়িজাতি)-সৎ উপদেশ সহকারে। وَجَادِلْهُمْ (ওয়া জাদিলহুম)-তুমি তাদের সাথে তর্ক করো। اَحْسَنُ (আহসানু)- সর্বোত্তম, সুন্দরতম।

٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা আল-বাকারা-২০৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُدْخُلُوْا (উদখুলূ)-তোমরা প্রবেশ করো। كَافَّةً (কাফ্‌ফাতান)- পরিপূর্ণভাবে। عَدُوٌّ (আদুব্বুন)- শত্রু।

٧- قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৭। আপনি তাদের বলুন, এই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে বুঝেশুনে আহবান জানাই–আমি ও আমার অনুসারীরাও। আর আল্লাহ মহাপবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ-১০৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

سَبِيْلِى (সাবীলী)- আমার পথ, অর্থাৎ আল্লাহর পথ। سُبْحَنَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ)- মহাপবিত্র আল্লাহ। وَمَا اَنَا -(ওয়ামা আনা)- আমি নই।

٨- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

৮। আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, "হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মহাদিবসের আযাবের ভয় করি।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَرْسَلْنَا (আরছালনা)- আমরা প্রেরণ করেছি, আমরা পাঠিয়েছি। اُعْبُدُوْا (উ'বুদূ)- তোমরা ইবাদত করো। عَذَابَ (আযাবা)- আযাবের। يَوْمٍ عَظِيْمٍ (ইয়াওমিন আজীম)- কঠিন দিনের (হাশরের দিন)। اَخَافُ (আখাফু)- আমি ভয় করি।

৯–ثُمَّ اِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا.

৯। অতঃপর তাদেরকে আমি উচ্চ স্বরে ডেকেছি। আবার প্রকাশ্যভাবেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছি, গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।
(সূরা নূহ ঃ ৮-৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

جِهَارًا (জিহারান)-প্রাকাশ্য। اَعْلَنْتُ (আ'লানতু)-আমি ঘোষণা দিয়েছি। اَسْرَرْتُ (আসরারতু)- আমি গোপনে বলেছি। اِسْرَارًا (ইসরারান)- গোপনে বলা।

১০–وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ.

১০। আমরা এর পূর্বে মূসাকে স্বীয় নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আপনি নিজ জাতির লোকদেরকে অন্ধকার

থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলির শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দিন। এতে বহু বড়ো বড়ো নিদর্শন বর্তমান প্রত্যেক যারা পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তির জন্য। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَخْرِجْ (আখরিজ)- তুমি বের করো। الظُّلُمٰتِ (জুলুমাত)- অন্ধকার। صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (সব্বারিন শাকূরিন)-পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

আল-হাদীসে দাওয়াত

١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একটি আয়াত (বাক্য) হলেও তা আমার পক্ষ থেকে (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও, প্রচার করো। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করো, তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা (জাল হাদীস) রচনা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (বুখারী)

٢-قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنِّى شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوعٰى مِنْ سَامِعٍ.

২। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে চির সবুজ রাখবেন, যে আমার নিকট থেকে কিছু শুনতে পেলো এবং তা অন্যের কাছে হুবহু পৌঁছে দিলো। কেননা বহু মুবাল্লিগ (দ্বীনের প্রচারক) শ্রোতার তুলনায় বেশী হেফাজত করতে পারে। (তিরমিযী)

٣- عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَيُسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْلَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

৩। হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ ও পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং কল্যাণকর কাজ করতে উৎসাহিত করবে। অন্যথায় সামগ্রীক আযাব দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের নেককার লোকেরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দোআ করবে থাকবে। কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না।

(মুসনাদে আহমাদ, ৫ খ, পৃঃ ২৯০, নং ২৩৭০১)

٤-عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً. فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَاالْقُرْاٰنَ فَلاَ اُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ. وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا

اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ- وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَانِّى عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ.

৪। হযরত ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তুমি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার ওয়াজ-নসীহত করো। তুমি যদি আরো বাড়াতে চাও তবে সপ্তাহে তিনবার নসীহত করতে পারো। তবে এর চেয়ে বেশী এবং মানুষকে এই কুরআন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। আর কখনো এমনটি যেন না হয় যে, তুমি একদল লোকের কাছে আসলে এই অবস্থায় যে, তারা নিজেদের কোন কথাবার্তায় লিপ্ত আছে, আর তুমি তাদের কথার ফাঁকে বক্তৃতা শুরু করে দিয়ে তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তুমি তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললে। বরং তুমি চুপ থাকো। অতঃপর যখন তারা তোমাকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ জানাবে, কেবল তখনই তাদের সাথে কথা বলো। লক্ষ্য রেখ, দোয়ায় ভাষা ছন্দময় ও দুর্বোধ্য যেন না হয় এটা পরিহার করো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে এটা পরিহার করতে দেখেছি (তাঁরা সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতেন।)

(বুখারী, দু'আ, নং ৬৩৩৭)

٥-عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَأَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ-

৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম যে, কতক লোকের দু'টি ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে

জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন, “এরা হলো আপনার উম্মতের বক্তাবৃন্দ। এরা লোকজনকে নেক কাজ করার নসিহত করতো, কিন্তু নিজেরা তা করতো না।” (মুসনাদে আহমাদ, ৩ খ, পৃঃ ২৩৯ নং ১৩৫৪৯)

٦- عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ (দাওয়াতী কথা) সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। (বুখারী-মুসলিম)

٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو(رض) اَنَّ النَّبِيِّ (ص) قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً.

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারী)

দ্বিতীয় দফা ঃ সংগঠন

সংগঠন সম্পর্কে কুরআন

১- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًاوَّلاَ تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا- وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

১। তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু (তথা দ্বীন)-কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহই তোমাদের হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছো। (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩)

اَعْتَصِمُوْا (অ'তাসিমু)- তোমরা ধারণ করো, ঐক্যবদ্ধ হও। بِحَبْلِ اللّٰهِ (বিহাবলিল্লাহ)-আল্লাহর রজ্জুকে। جَمِيْعًا (জামীআন)- ঐক্যবদ্ধভাবে। وَلاَ تَفَرَّقُوْا (ওয়ালা তাফাররাকু)-পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। وَاذْكُرُوْا (ওয়াযকুরূ)- তোমরা স্মরণ করো। نِعْمَتَ (নি'মাতা)- নেয়ামত। اَعْدَاءً (আ'দাআন)-শত্রুতা। فَأَلَّفَ (ফাআল্লাফা)-জুড়ে দিলেন, মিলিয়ে দিলেন। فَاَصْبَحْتُمْ (ফাআসবাহতুম)- তোমরা তাই হয়ে গেলে। اِخْوَانًا (ইখওয়ানা)- ভাই।

২- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

২। তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। তারাই সফলকাম। (সূরা আল ইমরান-১০৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَدْعُوْنَ-(ইয়াদউনা)-ডাকবে। يَنْهَوْنَ (ইয়ানহাওনা)- নিষেধ করবে। اَلْمُفْلِحُوْنَ (আল-মুফলিহূন)-সফলকাম।

٣-كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

৩। (হে মুসলমানেরা) তোমরাই (দুনিয়ার মধ্যে) সর্বোত্তম দল, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আগমন হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অন্যায়-অসৎ কাজে বাধা দেবে আর কেবল আল্লাহর প্রতিই ঈমান আনবে। (সূরা আল ইমরান-১১০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ :

كُنْتُمْ (কুনতুম)-তোমরাই হবে। اُمَّةٍ (উম্মাতিন)-জাতি। اُخْرِجَتْ (উখরিজাত)-আগমন হয়েছে। تَأْمُرُوْنَ (তা'মুরূনা)-তোমরা আদেশ করবে। بِالْمَعْرُوْفِ (বিলমা'রূফি)-সৎ কাজের দিকে। تَنْهَوْنَ (তানহাওনা)-তোমরা বাধা দিবে।

٤-اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

৪। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (সূরা আস্-সফ-৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُحِبُّ (ইউহিব্বু)-তিনি তাদেরকে ভালবাসেন। يُقَاتِلُوْنَ (ইউক্বাতিলূনা)-তারা যুদ্ধ করে। صَفًّا (ছাফফান)- কাতারবন্দী হয়ে,

সারিবদ্ধভাবে। بُنْيَانٌ (বুনইয়ানুন)-প্রাচীর। مَرْصُوْصٌ (মারসূস)-সীসাঢালা।

٥- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ-

৫। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের (সা) এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদেরও। (সূরা আন-নিসা-৫৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَطِيْعُوْا (আতীউ)- তোমরা আনুগত্য করো, অনুসরণ করো। وَاُوْلِى الْاَمْرِ (ওয়া উলিল আমর)-দায়িত্বশীলদের, কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের।

٦-وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

৬। আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। (সূরা আল-বাকারা-১৪৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَسَطًا (ওয়াসাতান)- মধ্যমপন্থী। شَهِيْدًا (শহিদান)- সাক্ষী।

٧-شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

৭। (হে মুসলমানগণ!) আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, যা আমি (হে মুহাম্মদ) আপনার প্রতি আদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা শূরা-১৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

شَـــرَعَ (শারা‘আ) তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন। وَوَصَّيْنَا (ওয়া ওয়াসসাইনা)-আদেশ দিয়েছিলাম। تَتَفَرَّقُوْا (তাতাফাররাকূ)- তোমরা অনৈক্য সৃষ্টি করো না।

৮- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ. وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً.

৮। মুমিনদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও বদলায়নি।

(সূরা আল-আহযাব-২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

صَدَقُوْا (সদাকূ)-তারা সত্যে পরিণত করেছে। عَاهَدُوْا (আহাদূ)--ওয়াদাকে। قَضٰى نَحْبَهٗ (ক্বাদ্বা নাহবাহু)-তাদের কতক জীবন দান করেছেন। يَنْظُرُ (ইয়ানজুরু)-অপেক্ষা করছে। وَمَابَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً (ওয়া মা বাদ্দালূ তাবদীলান)- তারা মোটেও বদলায়নি।

৯- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ. اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

৯। হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও? (সূরা আন-নিসা-১৪৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَتَّخِذُوْا (তাত্তাখিজূ)-তোমরা গ্রহণ করো। اَوْلِيَاءَ (আওলিয়াআ)-বন্ধুরূপে। اَتُرِيْدُوْنَ (আতুরীদূনা)- তোমরা কি চাও? تَجْعَلُوْا (তাজ'আলূ)- তোমরা রাখবে। سُلْطَانًا (সুলতানান)- দলিল প্রমাণ। مُبِيْنًا (মুবীনান)-সুস্পষ্ট।

١٠- وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ.

১০। এবং আপনাদের এই যে জাতি সব তো একই জাতির (দীনের) অনুসারী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা; অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো। (সূরা মু'মিনূন-৫২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُمَّةً (উম্মাতান)- জাতি। فَاتَّقُوْنِ (ফাত্তাকূন)-তোমরা আমাকে ভয় করো।

জামায়াত বা সংগঠন সম্পর্কে আল-হাদীস

١- عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثٰي جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ.

১। হারেস আল-আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। ১। জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। ২। নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। ৩। তার আদেশ মেনে চলবে। ৪।

হিজরত করবে অথবা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫। আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে আহবান জানাবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমাদ, তিরমিযী)

٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

২। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ (মুসলমানদের) এই জামায়াত বা সংগঠন ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এর ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত (হত্যা) করো সে যেই হোক না কেন। (মুসলিম)

٣- قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ (رض) لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةً اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اَمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ.

৩। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন ঃ জামায়াত বা সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ. (ابو داود)

৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ সফরে একসঙ্গে তিনজন থাকলে তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর বা নেতা বানিয়ে নেয়। (আবু দাঊদ)

٥-عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رَض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

৫। হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন জঙ্গল কিংবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি জামাআতবদ্ধভাবে নামায আদায় না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই আধিপত্য বিস্তার করবে।(আবু দাঊদ)

٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رَض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ.

৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তিনজন লোক কোন মরুভূমিতে অবস্থান করলে তাদের অসংগঠিত থাকা জায়েয নয়। তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের আমীর বা নেতা নিযুক্ত করা কর্তব্য। (মুসনাদে আহমাদ)

٧-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فِىْ سَفَرٍ فَاَمِّرُوْا اَحَدَكُمْ ذٰلِكَ اَمِيْرًا اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭। হযরত উমর উবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকবে তখন তোমাদের একজনকে আমীর বানাবে। সে হবে এমন আমীর যাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নিযুক্ত করেছেন। (বাজ্জাজ ও তাবারানী) হাদীসটি সহীহ সনদে উদ্ধৃত।

তৃতীয় দফা : তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ

আল-কুরআনে তারবিয়াত

১- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

১। পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সূরা আলাক ঃ ১-৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِقْرَاْ (ইকরা')- পাঠ করো। خَلَقَ (খালাকা)- তিনি সৃষ্টি করেছেন। عَلَقٍ (আলাক্ব)-জমাট বাধা রক্তপিণ্ড। বর্তমান যুগে عَلَقٍ এর অর্থ করেছেন- লেগে থাকা। اَلْاَكْرَمُ (আল আকরাম)- মহামহিমান্বিত, মহাসম্মানিত।

২- كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

২। (হে আহলে কিতাবগণ!) যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমাত, আর এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা ঃ ১৫১)

وَيُزَكِّيْكُمْ (ওয়াইউযাক্কীকুম)- তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। وَيُعَلِّمُوْكُمْ (ওয়া ইউআল্লিমুকুম)- তোমাদের শিক্ষা দিবেন। تَعلَمُونَ (তা'লামূনা)- তোমরা জানতে।

٣- هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّنْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

৩। তিনিই সেই আল্লাহ যিনি নিরক্ষরদের মাঝ থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও কলা-কৌশল। ইতোপূর্বে তারা ছিলো ঘোর অন্ধকারে। (সূরা জুমুয়া ঃ ২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

بَعَثَ (বা'আছা)- পাঠিয়েছেন, প্রেরণ করেছেন। اُمِّيِّنَ (উম্মিয়্যীনা)- অক্ষরজ্ঞানহীন, অশিক্ষিত।

٤-لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

৪। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি দয়া করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিল।

(সূরা আল ইমরান-১৬৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

ضَلٰلٍ (দলালিন)- গোমরাহি, পথভ্রষ্টতা। مُبِيْنٍ (মুবীনিন)- সুস্পষ্ট।

٥- مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

৫। কোনো মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি বলবেন যে, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও", এটা মোটেই হতে পারে না। বরং তাঁরা বলবেন, "তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও"। যেমন, তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। (সূরা আল ইমরান-৭৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُّؤْتِيَهُ (ইউতিয়াহু) তাকে দেবেন। اَلْحُكْمَ (আল হুকমা)- জ্ঞান। عِبَادًلِّيْ (ইবাদাল্ললি) আমার দাস, আমার জন্য ইবাদাতকারী। رَبَّانِيِّيْنَ-(রব্বানিয়্যিনা)-আল্লাহওয়ালা। تَدْرُسُوْنَ (তাদরুছূনা) -তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো।

٦-رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ.

৬। হে আমাদের পরওয়ারদেগার (আমাদের পরবর্তী বংশধরদের) মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমাত তথা কৌশল শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।

(সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

٧- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ.

৭। হে নবী! বলুন, যে জানে ও যে জানে না এরা উভয় কি কখনো সমান হতে পারে ? বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (আয যুমার ঃ ৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

هَلْ يَسْتَوِىْ (হাল ইয়াসতাবী)- সমান হতে পারে কি? يَتَذَكَّرُ (ইতাযাক্কারু)-নসীহত কবুল করে থাকে। الاباب (আলবাব)-জ্ঞানী।

٨- اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

৮। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (আল-ফাতির-২৮)

يَخْشَى (ইয়াখশা)- ভয় করে। اَلْعُلَمَاءُ (উলামাউ)-ইলমসম্পন্ন লোকেরা।

٩- قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ.

৯। হে নবী! বলুন,অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয় ? (আর রা'দ ঃ ১৬)

اَعْمٰى (আ'মা)- অন্ধ। وَالْاَبْصَارَ (অল আবছারা)- চক্ষুষ্মান।

١٠- يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

১০। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা মুজাদালা-১১)

يَرْفَعُ (ইয়ারফাউ)-সুউচ্চ করবেন। دَرَجٰتٍ (দারাজাতিন)-মর্যাদা। خَبِيْرًا (খাবীরান)- পূর্ণ অবহিত।

আল-হাদীসে তারবিয়াত

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ- وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ.

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ তা'য়ালাও কিয়ামতের দিন তার একটি

বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো লোকের কষ্ট-কাঠিন্য দূর করে দেয়, আল্লাহও দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট-কাঠিন্য দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্ও দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ অপর বান্দার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ ধরে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার বেহেশতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো একদল লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের উপর শান্তি নাযিল হতে থাকে, রহমত ও দয়ায় তাদেরকে ঢেকে দেন, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর সামনে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার কাযকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

٢-عَنْ اَنَسٍ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। (ইবনে মাজা)

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَض) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُّرِيْدِ اللّٰهَ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ.

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٤- وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ.

৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযী)

٥- عَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رَضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ.

৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবশ্য যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শেখায়, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে। (তিরমিযী)

٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارَسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اَحْيَائِهَا-

৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা এক ঘণ্টা ইলমের দারস বা আলোচনা করা পুরো রাত জেগে ইবাদত করা হতে উত্তম। (দারেমী)

٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একজন সমঝদার আলেম বিজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ(صـ) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ.

৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে দ্বীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

٩-عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجْدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا.

৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী)

চতুর্থ দফা ঃ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যা

আল-কুরআন

١-كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

১। এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বিবেকবানেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ ঃ ২৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَنْزَلْنٰهُ (আনযালনাহু)- তা অবতীর্ণ করেছি। مُبٰرَكٌ (মুবারাকুন)- বরকতময় (কিতাব)। لِيَدَّبَّرُوْا (লি ইয়াদদাব্বারু)- যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে। يَتَذَكَّرَ (ইয়াতাযাক্কারা)- উপদেশ গ্রহণ করে। الاَلْبَابِ (আলবাব- বুদ্ধিমান-জ্ঞানীগণ।

٢-وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

২। আর আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পণ করেছে। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৮৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تِبْيَانًا (তিব্‌ইয়ানান)-সুস্পষ্ট বর্ণনা। هُدًى (হুদান)- হিদায়াত। بُشْرٰى (বুশরা)- সুসংবাদ।

٣- فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

৩। কেন এরূপ করা হবে না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে একটি দল বেরিয়ে আসবে, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অনুশীলন করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসে, যেন তারা বাঁচতে পারে। (সূরা আত্-তওবা ঃ ১২২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

نَفَرَ (নাফারা)-বের হলো। فِرْقَةٍ (ফিরকাতিন) দলের। طَآئِفَةٌ (তয়িফাতুন)- একটি অংশ, দল। لِّيَتَفَقَّهُوْا (লি ইয়াতাফাক্কাহু)-তারা যেন জ্ঞান অনুশীলন করে। لِيُنْذِرُوْا (লিইউনযিরু)- তারা যেন সতর্ক করে, ভয় দেখায়। يَحْذَرُوْنَ (ইয়াহজারুন)- (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) বাঁচতে পারে।

٤-كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

৪। যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করবেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন এমন সব বিষয় যা তোমরা জানতে না। (আল বাকারা-১৫১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُزَكِّيْكُمْ (ইউযাক্কীকুম)- তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। يُعَلِّمُوْكُمْ (ইউআল্লিমুকুম)- তোমাদেরকে আমার বাণী পাঠ করে শুনাবেন। تَعْلَمُوْنَ (তা'লামূন)- তোমরা জানতে।

٥- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

৫। যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তোমরা নীরবে মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায়, তোমাদের উপর রহম বর্ষিত হবে। (সূরা আরাফ ঃ ২০৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

قُرِئَ (ক্বুরিয়া)- পাঠ করা হয়, হবে। فَاسْتَمِعُوْا (ফাসতামিউ)- তখন তোমরা নীরবে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। وَاَنْصِتُوْا (অআনছিতু)- আর তোমরা চুপ করে থাকবে। تُرْحَمُوْنَ (তুরহামূন)- তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে।

٦- وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

৬। তোমরা কল্যাণমূলক কাজ করো। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আল-হাজ্ব ঃ ৭৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَلْخَيْرَ (আল-খাইরা)- কল্যাণমূলক কাজ। تُفْلِحُوْنَ (তুফলিহূন)- তোমরা সফলকাম হবে।

٧- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

৭। আমি কুরআন বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা নাজম ঃ ১৭, ২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَسَّرْنَا (ইয়াসসারনা)-সহজ করে দিয়েছি। لِذِّكْرِ (লিযযিকরি)-মুখস্ত করার জন্য, বুঝার জন্য।

٨- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

৮। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পঠিত। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এতে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার-২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَحْسَنَ (আহসানা)-উত্তম। مُّتَشَابِهًا (মুতাশাবিহা)- সুসামঞ্জস্য। مَّثَانِىَ (মাছানিয়া)-পুনরাবৃত্ত, বারবার পঠিত। تَقْشَعِرُّ (তাকশাইররু)- লোমহর্ষক হয়। تَلِيْنُ (তালীনু)- নরম হয়। ذِكْرِ (যিকরি) স্মরণে। هَادٍ (হাদ)- পথপ্রদর্শক।

৯- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

৯। যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তাদের নিকট সত্য আগমন করার পর কাফেররা বলে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু। (সূরা আহকাফ ঃ ৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تُتْلٰى (তুতলা)- আবৃত্তি করা হয়, পাঠ করা হয়। بَيِّنٰتٍ (বায়্যিনাতিন) -সুস্পষ্ট। سِحْرٌ (সিহরুন)- যাদু। فِيْكُمْ (ফীকুম)- তোমাদের মাঝে।

১০- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

১০। তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে (আল্লাহর অপছন্দনীয় আচরণ থেকে) পবিত্র করেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিয়ে দেন এবং (এ কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপনের) হিকমত শিক্ষা দেন। (সূরা আল-জুমুয়াহ ঃ ২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

بَعَثَ (বা'আছা) পাঠিয়েছেন, প্রেরণ করেছেন। اُمِّيِّنَ (উম্মিইয়্যিনা)- অক্ষরজ্ঞানহীনগণ।

আল-হাদীস

١- عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِى فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا. (ترمذى)

১। হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীগণের জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। (তিরমিযী)

٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (متفق عليه).

২। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে 'হাসাদ' বা ঈর্ষা করা জায়েয ঃ (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা (দ্বীনের) হিকমত দ্বারা বিভূষিত করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি এ হিকমত অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষাদান করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

٣-عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ فَقِيْهٌ فِيْ الدِّيْنَ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اَغْنِي نَفْسَهُ (رواه رزين).

৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দ্বীনের বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তি কতইনা উত্তম! তার মুখাপেক্ষী হলে সে উপকার করে। আর যখন তার আবশ্যকতা থাকে না তখন তিনি নিজেকে বিমুখ রাখেন। (রাযীন)

٤- عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدا مِنْ نَحْلِ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. (تِرمِذِي).

৪। আউয়ুব বিন মূসা তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন পিতা তার সন্তানের উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভালো কোন জিনিসই দান করতে পারে না। (তিরমিযী, মিশকাত)

٥- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

৫। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে এবং অপরকে তা শিখায়। (আল-হাদীস)

٦- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابن ماجة).

৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয (অত্যাবশ্যক)। (ইবনে মাজা)

ইসলামী বিপ্লব

ইসলামী আন্দোলনের আবশ্যকতা

আল-কুরআন

١-أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ.

১। যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে (যুদ্ধে) সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা আল-হাজ্ব-৩৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اُذِنَ (উযিনা)-অনুমতি দেয়া হলো। ظُلِمُوْا (জুলিমূ)- নির্যাতিত। يَقٰتَلُوْنَ (ইউকাতালূনা)-আক্রান্ত হয়েছে। نَصْرِهِمْ (নাসরিহিম)- তাদের সাহায্যের। لَقَدِيْرٌ (লাকাদীরুন)- অবশ্যই ক্ষমতাবান ।

٢- وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

২। তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্য মনোনীত করেছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা আল-হাজ্ব ঃ ৭৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

جَاهِدُوْا (জাহিদূ)- তোমরা জিহাদ করো। هُوَاجْتَبٰكُمْ তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। حَرَجٍ (হারাজিন)- সংকীর্ণতা, কঠোরতা।

٣-وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

৩। তোমরা সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা সংগ্রাম করে তোমাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা ঃ ১৯০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَلاَ تَعْتَدُوْا (ওয়ালা তা'তাদূ)- তোমরা সীমালংঘন করো না। الْمُعْتَدِيْنَ (মু'তাদীন)- সীমালংঘনকারীগণ।

٤-وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ. فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

৪। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালেমদের ব্যতীত অপর কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لاَ تَكُوْنَ (লা তাকূনা)- না হয়। فِتْنَةٌ (ফিতনাতান) - ফিৎনা, অন্যায়। انْتَهَوْا (ইনতাহাও)- যদি তারা বিরত থাকে। فَلاَ عُدْوَانَ (ফালা উদওয়ানা) - আক্রমণ করা যাবে না।

٥-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

৫। তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো। অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমাদের কাছে যা পছন্দের নয়, তা তোমাদের

জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো যা তোমাদের কাছে পছন্দের, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ ভালো জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা আল-বাকারা-২১৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

كُرْهٌ (কুরহুন)-অপ্রিয়, অপছন্দনীয়। عَسٰى (আসা)- হতে পারে, হয়তো। تَكْرَهُوْا (তাকরাহু)- তোমরা অপছন্দ করো। شَرٌّ (শাররুন)-অকল্যাণ করো। شَيْئًا (শাইয়ান)- কোন বিষয়, কোন কিছু।

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৬। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশী। আল্লাহ (তাদের ভুল-ত্রুটি) ক্ষমাকারী, (নিজের) অনুগ্রহদানে (তাদেরকে) ধন্যকারী।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

هَاجَرُوْا (হাজারূ)- তারা হিজরত করেছে। يَرْجُوْنَ (ইয়ারজূনা)- তারা আশা করে। غَفُوْرٌ (গাফূরুন)- বড় ক্ষমাশীল।

٧- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৭। তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (সূরা আস-সাফফ ঃ ১১)

٨- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

৮। তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা এমনিই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা (আল্লাহর পথে) লড়াই করতে প্রস্তুত এবং কারা ধৈর্যশীল। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৪২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَمْ (আম)-কি? حَسِبْتُمْ (হাসিবতুম)- তোমরা মনে করেছো। يَعْلَمِ (ইয়ালামি)- দেখেন নি বা জানেন নি। صٰبِرِيْنَ (সাবিরীনা)-ধৈর্যশীল। مِنْكُمْ (মিনকুম)-তোমাদের মধ্যে।

٩-وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً.

৯। আর তোমরা সকলে সমবতেভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

قَاتِلُوْا (কাতিলূ)- কা-তিলূ- তোমরা লড়াই করো। كَافَّةٍ (কাফ্‌ফাতান) - সম্মিলিতভাবে।

١٠-اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

১০। তোমরা বের হয়ে পড়ো, হালকাভাবে কিংবা ভারী ভারাক্রান্ত হয়ে, আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণময় যদি তোমরা জানো। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৪১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِنْفِرُوْا (ইনফিরূ)- তোমরা বের হও। خِفَافًا (খিফাফান)- হালকা অবস্থায় (থাক)। ثِقَالاً (ছিক্বালান)- ভারী অবস্থায়। خَيْرٌ (খাইরুন)- উত্তম।

١١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

১১ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যুদ্ধ করো সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটে রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা আত-তাওবা ঃ ১২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَلُوْنَكُمْ (ইয়ালূনাকুম)- তোমাদের নিকটবর্তী আছে। وَلْيَجِدُوْا (ওয়ালইয়াজিদূ)- তারা যেন দেখতে পায়। غِلْظَةً (গিলজাতান)- কঠোরতা। مُتَّقِيْنَ (মুত্তাকীন)- মুত্তাকীদের। مَعَ (মায়া)- সঙ্গে।

١٢- فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১২। তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, অচিরেই আমরা তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিব। (সূরা আন-নিসা ঃ ৭৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

فَلْيُقَاتِلْ (ফালইউক্কাতিল)- অতএব তারা যেন লড়াই করে। يَشْرُوْنَ (ইয়াশরূনা)- বিক্রয় করে। فَيُقْتَلْ (ফাইউকতাল)- অতঃপর নিহত হয়। يَغْلِبْ (ইয়াগলিব)- বিজয়ী হয়। نُؤْتِيْهِ (নু'তিহী)- আমরা তাকে দিব।

١٣- يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

১৩। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হয় না। (সূরা আল-মাইদা ঃ ৫৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لاَ يَخَفُوْنَ (লা-ইয়াখাফূনা)-তারা ভয় করে না। لَوْمَةَ لاَئِمٍ (লাওমাতা লাইমিন)- কোন নিন্দুকের নিন্দার।

١٤- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

১৪। যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো; নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল। (আন নিসা ঃ ৭৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

الطَّاغُوْتِ (তাগূত)- আল্লাহদ্রোহী শক্তি। كَيْدَ (কাইদা)- কৌশল, ষড়যন্ত্র। ضَعِيْفًا (দয়ীফান)- দুর্বল। اَوْلِيَاءَ (আওলিয়াআ)- সঙ্গীসাথীগণ।

١٦-قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ.

১৫। তোমরা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরে প্রশান্তি দেবেন। (সূরা তাওবা ঃ ১৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُعَذِّبْهُمْ (ইউআজ্জিবহুম)- তাদেরকে শাস্তি দেবেন। يُخْزِهِمْ (ইউখযিহিম) -তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। يَشْفِ (ইয়াশফি)- আরোগ্য বা প্রশান্তি দান করবেন।

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ (مسلم).

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, কিন্তু জিহাদ করলো না, এমনকি জিহাদের চিন্তাও (পরিকল্পনা) করলো না, সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ (ص) اَىُّ الْعَمَلَ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ (متّفق عليه).

২। হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ উত্তম ? তিনি বলেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।" (বুখারী, মুসলিম, হাদীস নং-২৫১৮)

٣- عَنْ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزًا (متفق عليه واللفظ للترمذى).

৩। হযরত খালেদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দেবে, সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করবে সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম; মূল পাঠ তিরমিযী হাদীসের)

٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ (بخاری، ترمذی ونسائی).

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধূলায় ধূসরিত হয়েছে, সে পদদ্বয়ের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়েছে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ بِرَأْسِ الاَمْرِ وَعُمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الاِسْلاَمُ وَعُمُوْدُهُ الصَّلاَةُ وَذَرْ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

৫। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দ্বীনের মূল স্তম্ভ এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া কি তা বলবো না? আমি বললাম, হাঁ বলুন হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন ঃ দ্বীনের মূল স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং সর্ব্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

মু'মিনের গুণাবলী

আল-কুরআন

١-اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

১। প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণকালে কেঁপে উঠে। আর যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর আস্থা এবং নির্ভরতা রাখে, নামায কায়েম করে, আর যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। (সূরা আনফাল ঃ ২-৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

ذُكِرَ (যুকিরা)- স্মরণ করা হয়। وَجِلَتْ (ওয়াজিলাত)- কেঁপে উঠে। زَادَتْهُمْ (যাদাতহুম)-তাদের বৃদ্ধি পায়। يَتَوَكَّلُوْنَ (ইয়াতাওয়াক্কালূন) -তারা নির্ভর করে। يُنْفِقُوْنَ (ইউনফিকূন)-তারা ব্যয় করে।

٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

২। প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَشَدُّ (আশাদ্দু)-সর্বাপেক্ষা বেশী। حُبًّا(হুব্বা) -ভালোবাসা।

٣- وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

৩। মু'মিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করা। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

عَلَى (আ'লা)-উপর। فَلْيَتَوَكَّلِ (ফালইয়াতাওয়াক্কাল) অতঃপর তারা ভরসা করে।

٤- اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ.

৪। এসব লোক তাঁরাই যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; অতএব আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। এরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং এরা রাতের শেষভাগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (আল ইমরান ঃ ১৬-১৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

فَاغْفِرْ لَنَا (ফাগফির লানা)- আমাদের মাফ করো। ذُنُوْبَنَا (জুনূবানা)- আমাদের অপরাধসমূহ। وَالْقٰنِتِيْنَ (ওয়ালক্কানিতীন)- বিনীত-অনুগত। وَالْمُنْفِقِيْنَ (মুনফিকীন)-দাতা। اَلْاَسْحَارُ (আল-আসহার)- রাতের শেষ প্রহরে, ভোর রাতে।

٥- يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ. وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

৫। হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, খারাপ কাজ হতে নিষেধ করো এবং যে বিপদই আসুক তাতে ধৈর্য ধারণা করো। এতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। যমীনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী-দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। নিজের চাল-চালনে সংযম অবলম্বন করো এবং নিজের কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু রাখো। সব আওয়াজের মধ্যে গর্ধভের আওয়াজই হচ্ছে সবচেয়ে কর্কশ, নিকৃষ্ট। (সূরা লুকমান ঃ ১৭-১৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَصَابَكَ (আসাবাকা)- তোমার উপর যে বিপদই আসুক। عَزْمِ الْاُمُوْرِ (আজমিল উমূর)- দৃঢ় সংকল্পের কাজ। تُصَعِّرْ (তুসাইয়্যির)- মুখ ফিরিয়ে নেয়া। مَرَحًا (মারাহান)- অহংকারীবশে, দাম্ভিক মানুষের মতো। وَاقْصِدْ (ওয়াকসিদ)-সংযম অবলম্বন করো। وَاغْضُضْ (ওয়াগদুদ)- নীচু করো। اَنْكَرَ (আনকারা)-কর্কশ। حَمِيْرِ (হামীর)- গর্ধভ।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাত দানের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে কখনও লোকদেরকে হত্যা করে (মারে) আবার কখনও নিহত (শহীদ) হয়। তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্ত সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বেশি ওয়াদা রক্ষাকারী? অতএব, তোমরা খুশি হও এই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির (বাইয়াতের) উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছো। আর এটাই বিরাট সফলতা।

তারা (মুমিন) হচ্ছে তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী, সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদানকারী, আর আল্লাহর সীমাসমূহের (আহকামের) সংরক্ষণকারী। আর আপনি (এমন গুণে গুণান্বিত) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন। (আত-তাওবা ঃ ১১১-১১২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِشْتَرٰى (ইশতারা)-ক্রয় করেছেন। اَلتَّوْرٰةِ (আত-তাওরাতি)-তাওরাত কিতাবে। وَالْاِنْجِيْلِ (ওয়াল ইনজীল)-ইঞ্জীল কিতাবে। بِبَيْعِكُمْ (বিবাই'য়িকুম)-তোমাদের কেনা-বেচায়। بَيَعْتُمْ (বাইয়া'তুম)- তোমরা কেনা বেচা করেছো।

اَلتَّائِبُوْنَ(আত-তায়বূনা)-তওবাকারী। اَلْعَابِدُوْنَ(আল-'আবিদূনা)-ইবাদতকারী। اَلْحَامِدُوْنَ(আল-হামিদূনা)-প্রশংসাকারী। اَلسَّائِحُوْنَ (আস-সায়িহূনা)- (আল্লাহ্র পথে) পরিভ্রমণকারী। لِحُدُوْدِ (লিহুদূদি)-সীমারেখার ক্ষেত্রে।

٧- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

৭। তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের জান—প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لَمْ يَرْتَابُوْا (লাম ইয়ারতাবূ)-তারা সন্দেহ পোষণ করেনি। اَلصَّادِقُوْنَ (সাদিকূনা)-সত্যবাদী। اَنْفُسِهِمْ (আনফুসিহিম)- তাদের জীবন।

আল-হাদীসে মুমিনের গুণাবলী

١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ (البخارى).

১। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় জিহবা ও লজ্জাস্থানের (অপব্যবহার না করার) গ্যারান্টি দিতে পারবে; আমি তার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দিতে পারবো। (বুখারী)

٢- عَنِ النُّعْمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اشْتَكٰى كُلُّهُ اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اشْتَكٰى كُلُّهُ.

২। হযরত নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সমস্ত মুমিন একই ব্যক্তি সত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। আর যদি তার মাথাব্যথা হয় তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَالَفُ وَلاَ يُوْلَفُ (بخَارى).

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুমিন ব্যক্তি মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। যে ব্যক্তি কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বতপ্রাপ্ত হয় না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। (বুখারী)

٤- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعُ اِلٰى جَنْبِهِ.

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় কাতর। (মিশকাত)

٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ (بخَارى ومُسلِم).

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি এক গর্তে দু'বার নিপতিত হয় না। (বুখারী, মুসলিম)

আল-কুরআনে ত্যাগ, কুরবানী ও পরীক্ষা

١- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ .

১। মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জান-প্রাণ উৎসর্গ করে আর আল্লাহ্ এসব বান্দার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা বাকারা ঃ ২০৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَشْرِىْ (ইয়াশরী)-বিক্রয় করে। ابْتِغَاءَ (ইবতিগা'য়া)- উদ্দেশ্যে, অন্বেষায়। مَرْضَاةِ (মারদাতিন)-সন্তুষ্টি رَءُوْفٌ (রাউফুন)-খুব দয়ালু। بِالْعِبَادِ (বিল'ইবাদ)-বান্দাদের প্রতি।

٢- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

২। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়-ভীতি, দুর্ভিক্ষ, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য ধারণকারীদেরকে। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ (ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম)-আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবো। الْخَوْف (খাওফ) ভয়। وَالْجُوْعِ (ওয়ালজু')-ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ। نَقْصٍ (নাকছিন)-ক্ষয়ক্ষতি। اَمْــــوَال (আমওয়াল)-ধনসম্পদ। وَالثَّمَرٰتِ (ছামারাতি)-ফল-ফলাদি। اَلصّٰبِرِيْنَ (আস-সবরীন)-ঐসব সবরকারীদের। بَشِّرِ (বাশশির)-আপনি সুসংবাদ দিন।

٣- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.

৩। তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে ? অথচ এখনও তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বের লোকদের মতো বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর এসেছিলো বহু বিপদ-আপদ ও দু:খ-কষ্ট। তারা (বাতিলদের) অত্যাচার-নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গীরা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠেছিলো, "কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ?" তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

حَسِبْتُمْ (হাসিবতুম)- তোমরা মনে করেছো। تَدْخُلُوْا (তাদখুলু)- তোমরা প্রবেশ করবে। الْجَنَّةَ (জান্নাতা)-জান্নাত। مَسَّتْهُمْ (মাসসাতহুম)-তাদের স্পর্শ করেছিল। الْبَاْسَاءُ (আল-বা'ছায়ু)- অভাব-অনটন। وَالضَّرَّاءُ (অদ্দাররাউ)-বিপদ-মুসিবত। وَزُلْزِلُوْا (ওয়াযুলযিলু)-তাদের কম্পিত করা হয়েছিল। نَصْرٌ (নাসরুন)-সাহায্য।

٤-اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

৪। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ এখনও পর্যন্ত আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর

পথে) জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মু'মিনদের ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ১৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تُتْرَكُوْا (তুতরাক্)-তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে। لَمْ يَتَّخِذُوْا (লাম ইত্তাখিজ্)- তারা গ্রহণ করেনি। وَلِيجَةً (অলীজাতান)-বন্ধু হিসেবে। خَبِيْرٌ (খাবীরুন)-পূর্ণ অবহিত।

٥- أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

৫। মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" একথা বললেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে এবং কোনো পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন (ঈমানের দাবিতে) কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত ঃ ২-৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لَا يُفْتَنُوْنَ (লা-ইউফতানূন)-পরীক্ষা করা হবে না? فَتَنَّا (ফাতান্না)-অবশ্যই আমি পরীক্ষা করেছি।

٦- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

৬। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৪২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

جَاهَدُوْا (জাহাদূ)- জিহদ করেছে। اَلصَّابِرِيْنَ (সাবিরীন)- ধৈর্যধারণকারী, সবরকারী।

٧- اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً.

৭। তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন (সৃষ্টি) করেছেন যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম। (সূরা মুলক ঃ ২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَالْحَيٰوةَ (ওয়াল-হায়াতা)- জীবন। اَحْسَنُ (আহসানু)- অধিক উত্তম। اَيُّكُمْ (আইয়্যুকুম)- তোমাদের মধ্যে কে?

আল-হাদীসে ত্যাগ, কুরবানী ও পরীক্ষা

١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ.

১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন দ্বীনদারের জন্য দ্বীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

٢- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ اِنَّ السَّعِيْدَ

لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا.

২। হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফেতনা হতে মুক্ত আছে। তিনি তিনবার এ কথাটি বলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও (সত্যের উপর) অটল-অবিচল থাকে তার জন্য তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

٣-عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও ততো মূল্যবান হবে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন বেশী বেশী যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর খুশি হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

٤- عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِىِّ (ص) وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَّهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُوْ اللّٰهُ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهٗ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاسِهٖ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ

لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ مَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهُ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمُوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

৪। হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্তি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোআ করবেন না? তখন তিনি বলেন ঃ (তোমাদের উপর আর কি বা দুঃখ নির্যাতন এসেছে) তোমাদের পূর্বের ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোড়া হতো এবং সেই গর্তের মধ্যে তার দেহের অর্ধেক পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে তার মাথার উপর করাত দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতনও তাকে তার দীন থেকে বিরত রাখতে পারতো না। আবার কারো শরীর থেকে লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশ্‌ত আলাদা করা হতো। কিন্তু এতেও তাকে তার দীন থেকে ফিরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! এ দীন একদিন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী 'সানআ' থেকে 'হাদরামাওত' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। আর এ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে (বাঘ) ছাড়া আর অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো। (বুখারী)

আল্-কুরআনে ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

١- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

১। বলুন, (হে রাসূল!) তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো (এসব কিছু) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে বেশী প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اٰبَاۤؤُكُمْ (আবাউকুম)-পিতাগণ। اَزْوَاجُكُمْ (আযওয়াজুকুম)-তোমাদের স্ত্রীগণ। عَشِيْرَتُكُمْ ('আশীরাতুকুম)-তোমাদের স্বজন গোষ্ঠী। اِقْتَرَفْتُمُوْهَا (ইকতারাফতুমূহা)-যা তোমরা অর্জন করেছ। تِجَارَةٌ (তিজারাতুন)- ব্যবসা-বাণিজ্য। تَخْشَوْنَ (তাখশাওনা)- তোমরা ভয় করো। كَسَادَهَا (কাসাদাহা)-যার মন্দা পড়ার। تَرْضَوْنَهَا (তারদাওনাহা)- যা তোমরা পছন্দ করো। فَتَرَبَّصُوْا (ফাতারাব্বাসূ)-তবে তোমরা অপেক্ষা করো। يَهْدِىْ (ইয়াহদি)- পথ দেখান। الْفَاسِقِيْنَ (ফাসিকীন)- (যারা) সত্যত্যাগী। اَلْقَوْمَ (আল-কাওমা)-সম্প্রদায়।

٢- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ. اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

২। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা আত্-তাওবা : ৩৮-৩৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِنْفِرُوْا (ইনফিরূ)-তোমরা বের হও। اثَّاقَلْتُمْ (ইছ্ছাকালতুম)- তোমরা বোঝায় নুয়ে পড়ো, তোমরা আকড়ে ধরো। تَنْفِرُوْا (তানফিরূ)- তোমরা বের হও। اَرَضِيْتُمْ (আরাদীতুম)- তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে?

আল-হাদীসে ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

١- عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحَتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرُنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

১। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ দেবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস

করে দেবেন অথবা তোমাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও জালেম লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেক্কার লোকেরা (এসব থেকে) মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করবে কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَفَرَهُ شَيْئٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِى فَلاَ اُجِيْبَكُمْ وَتَسْاَلُوْنِىْ فَلاَ اُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِىْ فَلاَ اَنْصُرُكُمْ.

২। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো যে, কোনো কিছু যেন তাঁকে আঘাত করেছে। তারপর তিনি উযু করে বের হয়ে গেলেন এবং কাউকেও কিছু বললেন না। আমি হুজরার ভেতর থেকেই তাঁর কাছে হাজির হলাম। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন ঃ হে লোকেরা! মহামহিম নিশ্চয় বলেছেন, "তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায় কাজে আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই যখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব না। তোমরা আমার কাছে চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাইবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না।" (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ.

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, কিন্তু জিহাদ করলো না, এমনকি জিহাদ করার চিন্তাও (পরিকল্পনা) করলো না, সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

তাকওয়া

আল-কুরআনে তাকওয়া

١- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

১। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো। আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল ইমরান ঃ ১০২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

حَقَّ تُقٰتِهٖ (হাক্কা তুক্কাতিহী)- ভয় করার মত ভয়। وَلَاتَمُوْتُنَّ (ওয়ালা তামূতুন্না)- তোমরা মৃতুবরণ করো না।

٢- وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

২। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, যারা পরহেজগার, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَاعْلَمُوْا (ওয়া'লামূ)- তোমরা জেনে রাখো। الْمُتَّقِيْنَ (মুত্তাকীন)- পরহেজগার।

٣- وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৩। (ঘরের) পেছনের দিক দিয়ে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো নেকী বা কল্যাণ নেই। বরং নেকী হলো আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ করো এগুলোর দরজাগুলো দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করে, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। (সূরা আ- বাকারা ঃ ১৮৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

الْبِرُّ (বিররু)- পুণ্য। اِتَّقٰى (ইত্তাকা)-তাকওয়া অবলম্বন করে।

اَبْوَابِهَا (আবওয়াবিহা)- তার দরজাগুলো। وَاتَّقُوْا (ওয়াত্তাকু)- তোমরা ভয় করো।

٤- وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ.

৪। মুমিন মুসলমানেরা যেসব ভালো কাজ করবে, কোনো অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে অবগত আছেন। (সূরা আল ইমরান ঃ ১১৫)

٥- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৫। হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো এবং শক্তভাবে (কাফেরদের) মুকাবিলা করো, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে কামিয়াব হতে পারো। (সূরা আল ইমরান ঃ ২০০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اصْبِرُوْا (ইসবিরু)- তোমরা সবর করো। صَابِرُوْا (সাবিরু)- ধৈর্যে দৃঢ় থাকো। رَابِطُوْا (রাবিতু)- তোমরা প্রস্তুত থাকো।

٦- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৬। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর রেজামন্দী তালাশ করো এবং তাঁর পথে লড়াই করো যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা মাইদা ঃ ৩৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ :

وَابْتَغُوْا (অবতাহু)- তোমরা সন্ধান করো। الْوَسِيْلَةَ (অসীলাতা)- নৈকট্য লাভের উপায়।

٧- يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

৭। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اتَّقُوا (ইত্তাকু)-তোমরা ভয় করো। الصّٰدِقِيْنَ (সাদিকীন)- সত্যবাদীগণ।

৮- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

৮। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা মুত্তাকী এবং সৎকাজ করে। (সূরা নাহল ঃ ১২৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

مُحْسِنُوْنَ (মুহসিনূন)-সৎকাজকারী। هُمْ (হুম)-তারা, مَعَ (মা'য়া)- সঙ্গে।

৯- لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

৯। (কুরবানীর) গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌছে তোমাদের মনের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لَنْ يَّنَالَ (লাইয়ানালা)- কক্ষণও পৌঁছে না। لُحُوْمُهَا (লুহূমুহা)- তাদের গোশতসমূহ। دِمَاؤُهَا (দিমাউহা)- তাদের রক্ত। يَّنَالُهُ (ইয়ানালুহ) তাঁর নিকট পৌঁছে।

১০- وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

১০। (যমীনের উপর) বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জীব-জন্তু ও গৃহপালিত পশু রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। (ফাতির ঃ ২৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَالدَّوَابَّ (ওয়াদ্দাওয়াব্বি)-জীব-জন্তুগুলো। وَالْاَنْعَامِ (ওয়াল-আনআম)- গৃহপালিত পশুদের। مُخْتَلِفٌ (মুখতালিফুন)- বিভিন্ন। اَلْوَانُهَا (আলওয়ানুহা)- তার রংসমূহ।

١١- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

১১। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (আল-হুজুরাত ঃ ১৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَكْرَمَكُمْ (আকরামাকুম)- তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। اَتْقٰكُمْ (আতক্কাকুম)- সর্বাধিক আল্লাভীরু। عِنْدَ (ইন্দা)- নিকট।

١٢- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ. فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ. كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

১২। নিশ্চয় মুত্তাকীরা (পরকালে) নিরাপদ স্থানে থাকবে– বাগবাগিচা ও ঝর্ণাসমূহের মাঝে। তারা চিকন ও পুরু রেশমী কাপড় পরবে এবং একে অপরের দিকে মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে, তাদেরকে সঙ্গিনী দেবো আয়তলোচনা হূর। (সূরা দোখান ঃ ৫১-৫৪)

আল-হাদীসে তাকওয়া

١- عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ.

১। আতিয়া আস্-সা'দী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না,

যতক্ষণ না সে গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ঐসব কাজও ত্যাগ করে, যেসব কাজে কোনো গুনাহ নেই। (তিরমিযী, মেশকাত)

٢-عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا.

২। হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আয়িশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা, আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজা)

(٣) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُسْلِمُ اَخُوْالْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرَءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

৩। হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া হলো এখানে। একথা তিনি তিনবার বলেন। কোনো মানুষের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)। (মুসলিম)

٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُا ذُكِرَ اللّٰهُ.

৪। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক

সম্পর্কে বলবো না ? লোকেরা বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম মানুষ, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। (অর্থাৎ অন্তরের তাকওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকেও তাকওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে।) (ইবনে মাজা)

٥-عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা কামনা করি। (মুসলিম)

٦- عَنْ اَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى أَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقْوٰى-

৬। হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (কোনো কাজ না করা) শপথ করারর পর অধিক তাকওয়ার কোনো কাজ দেখলো, এমতাবস্থায় তাকে (শপথ পরিহার করে) সেটাই (বেশী তাকওয়ার কাজটি) করতে হবে। (মুসলিম)

٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দুই জোড়া চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে এবং (২) যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর পথে (ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে) পাহারারত থাকে।

আনুগত্য

আল-কুরআনে আনুগত্য

١-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

১। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতা বা কর্তৃত্বশীল তাদেরও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَطِيْعُوْا (আতীউ)- তোমরা আনুগত্য করো। الاَمْرِ। (উলিল- আমর) -কর্তৃত্বশীল। مِنْكُمْ (মিনকুম)- তোমাদের মধ্যকার।

٢- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

২। যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি (আনুগত্যের) মুখ ফিরিয়ে নিলো, (হে মুহাম্মদ) আমি তো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

مَنْ (মান)- যে ব্যক্তি। تَوَلّٰى (তাওয়াল্লা)- মুখ ফিরিয়ে নেয়, আনুগত্য প্রত্যাহার করে। حَفِيْظًا (হাফীজান)- পহারাদার।

٣-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ.

৩।হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং (তোমরা আনুগত্য না করে) তোমাদের আ'মলসমূহকে বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَلاَ تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ (ওয়ালা তুবতিলূ আ'মালুকুম)- তোমাদের আ'মলসমূহ বরবাদ বা নষ্ট করে দিও না।

٤- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

৪। তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো। (সূরা নূর ঃ ৫৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَقِيْمُوا (আকীমূ)- কায়েম করো। وَاٰتُوْا (ওয়াআতূ)- তোমরা প্রদান করো। تُرْحَمُوْنَ (তুরহামূন)- তোমরা অনুগ্রহভাজন।

٥- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

৫। তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৩২)

٦-وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৬। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্নাধারাসমূহ প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই হলো বিরাট সাফল্য। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُّطِعِ (ইউতিই)- আনুগত্য করবে। تَجْرِى (তাজরী)- প্রবাহিত হয়। اَلْفَوْزُ (ফাওজুন)- সাফল্য। اَلْعَظِيْمُ (আজীমু)- বিরাট। خَالِدِيْنَ (খালিদীনা)- অনন্তকাল।

٧- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

৭। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ যাদের প্রতি নি'য়ামত দান করেছেন সে তাদের সংগী হবে। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম সান্নিধ্য। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَنْعَمَ (আনআমা)- তিনি নেয়ামত দিয়েছেন। اَلصِّدِّيْقِيْنَ (আস্-সাদিক্বীন)- সত্যবাদীগণ, সিদ্দীক। رَفِيْقًا (রাফীকা)- সান্নিধ্য।

৮- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

৮। মুমিনদের বক্তব্য তো কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। তারাই হলো সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর ঃ ৫১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

دُعُوْا (দুউ')-ডাকা হয়। لِيَحْكُمَ (লিইয়াহকুমা)- ফয়সালার জন্য। وَاَطَعْنَا (ওয়া আতা'না)- আমরা মেনে নিলাম। يَتَّقْهِ (ইয়াত্তাকিহি)- তাকে ভয় করবে।

৯- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

৯। (হে রাসূল) আপনি বলুন ঃ তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে তিনি তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। (আল ইমরান ঃ ৩১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تُحِبُّوْنَ (তুহিব্বূনা)-তোমরা ভালোবাস। فَاتَّبِعُوْنِى (ফাত্তাবিউনী)-আমার অনুসরণ করো। يَغْفِرْلَكُمْ (ইয়াগফির লাকুম)-তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। ذُنُوبَكُمْ (জুনূবাকুম)-তোমাদের পাপসমূহ।

١٠- وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

১০। যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (আন-নূর ঃ ৫৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَهْتَدُوْا (তাহতাদূ)- তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। الْبَلٰغُ (বালাগু)-পৌঁছিয়ে দেয়া। اَلْمُبِيْنُ (আল্-মুবীন) সুস্পষ্ট।

আল-হাদীসে আনুগত্য

١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ.

১। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকে অমান্য করলো। (বুখারী)

٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (কর্তৃপক্ষের) নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্য প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দনীয় হোক বা না হোক,

যতোক্ষণ তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হয়। আর যখন আল্লাহ নাফরমানীমূলক কোনো কাজের আদেশ তাকে দেয়া হবে, তখন তা শোনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يُّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

৩। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমীর বা নেতার আনুগত্য করলো সে যেন আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীর বা নেতাকে অমান্য করলো যে যেন আমাকেই অমান্য করলো। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহ্‌মাদ, নং ৭৪২৮)

٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

৪। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পাপের কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক (উত্তম) কাজে। (বুখারী-মুসলিম)

٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

৫। হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন হতে হাত খুলে নেবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

বাইয়াত

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সঁপে দেয়ার শপথ, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত। সত্যিকার

মুসলিমরূপে আত্মপরিচয় পেশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। কুরআন-হাদীসের নিম্নোক্ত বাণীসমূহে এ কথারই প্রতিধ্বনি।

আল-কুরআনে বাইয়াত

١–اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

১। হে রাসূল যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত হয়, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত হয়েছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। (আল-ফাতহ ঃ ১০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُبَايِعُوْنَكَ (ইউবায়িউনাকা)- তারা আপনার কিনট বাইয়াত হচ্ছিল। اَيْدِيْهِمْ (আইদীহিম)- তাদের হাত। فَوْقَ (ফাওকা)- উপরে।

٢– لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

২। আল্লাহ ঐ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা (বাবলা) গাছের নিচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিল।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

رَضِيَ (রাদিয়া)- তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। الشَّجَرَةَ (শাজারাতা)- বৃক্ষটি।

٣–فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

৩। তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয় আখিরাতের বিনিময়ে। আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় অথবা বিজয়ী হয় উভয়কে আমি সীমাহীন প্রতিদান দেবো। (আন-নিসা ঃ ৭৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَشْرُوْنَ (ইয়াশরূনা)- তারা বিক্রয় করে। فَيُقْتَلْ (অতঃপর)-নিহত হয়। فَسَوْفَ (ফাসাওফা)- অতঃপর শীঘ্রই। اَجْرًا (আজরান)- পুরস্কার, প্রতিদান। عَظِيْمًا (আজীমান)- বিরাট।

٤- قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৪। আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। (আনআম ঃ ১৬২)

٥- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

৫। হাঁ, যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহ প্রিয়ভাজন হবে। নিশচয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। (আল ইমরান ঃ ৭৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَوْفٰى (আওফা)- সে পূর্ণ করবে। بِعَهْدِهٖ (বি আহদিহী)- তার ওয়াদা। وَاتَّقٰى (ওয়াত্তাকা)- নাফরমানী থেকে বাঁচবে।

٦-اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

৬। আর যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আল ইমরান ঃ ৭৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَشْتَرُوْنَ (ইয়াশতারূনা)- তারা বিক্রয় করে। بِعَهْدِ (বিআহদি)- প্রতিশ্রুতিকে। ثَمَنًا (ছামানান)- মূল্যে। قَلِيْلاً (কালীলান) সামান্য। خَلاَقَ (খালাকা)- অংশ। يُكَلِّمُهُمْ (ইউকাল্লিমুহুম)- তাদের সাথে কথা বলবেন। يُزَكِّيْهِمْ (ইউযাক্কীহিম)- তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। اَلِيْمٌ (আলীমুন)- অতি কষ্টদায়ক।

৭-اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

৭। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল তাদেরকে জান্নাত দানের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। অতঃপর তারা (দুশমনদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে (শহীদ হয়)। (সূরা তাওবা ঃ ১১১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِشْتَرٰى- (ইশতারা) ক্রয় করেছেন। اَلْمُؤْمِنِيْنَ-(আল-মু'মিনীনা) মুমিনদের। اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ- (আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম) -জান ও মালের বিনিময়ে। الجَنَّةَ-(জান্নাতা)- বেহেশতের। يُقَاتِلُوْنَ- (ইউকাতলূনা)- তারা সংগ্রাম করে।

আল-হাদীসে বাইয়াত

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১. হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের রজ্জু গলদেশে ঝুলানো অবস্থা ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نَبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত হতাম। তিনি আমাদের বলতেন, তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী। (মুসলিম)

٣-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنَ لاَّ تُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَّقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

৩. হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে স্বাভাবিক অবস্থায়, কঠিন অবস্থায়, সুখের অবস্থায় ও কষ্টকর সর্বাবস্থায় (নির্দেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বাইয়াত হতাম। আমরা এই মর্মেও বাইয়াত হতাম যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবো না এবং যেখানেই অবস্থান করি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। এ ব্যাপারে আমরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবো না। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুনসাদে আহ্মাদ)

নেতৃত্বের গুণাবলী

আল-কুরআনে নেতৃত্বের গুণাবলী

١-فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ - وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

১। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আপনি (১) কোমল-হৃদয় হয়েছিলে, যদি আপনি কঠোরভাষী ও পাষাণহৃদয় হতেন, তাহলে এরা অবশ্যই আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। (২) কাজেই আপনি এদের ক্রটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন, (৩) এদের জন্য শাফায়াত (ক্ষমা) চান এবং (৪) বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন। (৫) অতঃপর পরামর্শের পর আপনি যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে যান, (৬) তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদের ভালবাসেন। (আল ইমরান ঃ ১৫৯)

আরো দেখুন ঃ ইয়াসীন ঃ ৭৬, লুকমান ঃ ২৩, আহকাফ ঃ ৩৫, ইউনুস ঃ ১০৯, তাওবা ঃ ১২৮, শুয়ারা ঃ ২১৫,১১৮,২১৯।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لِنْتَ (লিনতা)-আপনি কোমল হৃদয় হলেন। فَظًّا (ফাজ্জান)-কর্কশভাষী। غَلِيْظَ الْقَلْبِ (গালীজাল কালবি)-পাষণহৃদয়। لَانْفَضُّوْا (লানফাদ্দূ)-অবশ্যই তারা সরে যেতো।

১। দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী জাহান্নামে যাবে

١- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ.

১। হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হলো। কিন্তু তাদের (জনগণের) খেদমত ও কল্যাণের জন্য ততোটুকু চেষ্টা করলো না, যতোটুকু সে নিজের জন্য করে থাকে। তবে তাকে (দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে) আল্লাহ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (আল-মুজামুস সাগীর)

শাহাদাতের মর্যাদা

আল-কুরআনে শাহাদাতের মর্যাদা

١- وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ.

১। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَلاَتَقُوْلُوْا (ওয়ালা তাকূলূ)- তোমরা বলো না। لِمَنْ يُّقْتَلُ (লিমাই ইয়ুকতালু)- যারা নিহত হয়। اَحْيَاءُ (আহইয়াউ)- জীবিত।

٢- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু জমা করো আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া সেসব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৫৭)

উচচারণসহ শব্দার্থ

وَلَئِنْ (ওয়ালাইন)- অবশ্যই যদি। مُتُّمْ (মুত্তুম)- তোমরা মরে যাও। لَمَغْفِرَةٌ (লামাগফিরাতুন)- ক্ষমা অবশ্যই। رَحْمَةٌ (রাহমাতুন)- রহমত, দয়া, অনুগ্রহ। يَجْمَعُوْنَ (ইয়াজমাউন)-তোমরা জমা করছো।

٣- وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا- بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

৩। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত ও তাদের রবের নিকট থেকে রুযি পেয়ে থাকে। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَحْسَبَنَّ (তাহসাবান্না)- তোমরা মনে করো। قُتِلُوْا (কুতিলূ)- যারা নিহত হয়েছে। اَمْوَاتًا (আমওয়াতান)- মৃত। يُرْزَقُوْنَ (ইউরযাকূন) -তাদের রিযিক দেয়া হয়।

٤- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল তাদেরকে জান্নাত প্রদানের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে; অতঃপর (কাফেরদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে। (সূরা তাওবা ঃ ১১১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِشْتَرٰى (ইশতারা)- তিনি ক্রয় করেছেন। الْمُؤْمِنِيْنَ (আল-মু'মিনীনা) মুমিনদের। اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ (আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম) -তাদের জান ও মালের বিনিময়ে। الْجَنَّةَ (জান্নাতা)- বেহেশতের। يُقَاتِلُوْنَ- (ইউকাতিলূনা)- তারা সংগ্রাম করে।

٥- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَابَدَّلُوا تَبْدِيْلاً.

৫। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে করা তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাৎ বরণ করেছে এবং কেউ কেউ (শাহাদাতের জন্য) অপেক্ষা করছে। আর তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাব ঃ ২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

فَمِنْهُمْ (ফামিনহুম)- অতঃপর তাদের মধ্যে। يَنْتَظِرُوا (ইয়ানতাজিরূ)- অপেক্ষা করে। تَبْدِيلاً (তাবদীলান)- পরিবর্তন করা।

٦- قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ. بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

৬। (নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারতো যে, আমার পরোয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের দলভুক্ত করেছেন। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২৬-২৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

قِيْلَ (কীলা)-বলা হলো। يَعْلَمُوْنَ (ইয়া'লামূন)- তারা যদি জানতো। غَفَرَلِيْ(গাফারালী)-আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। الْمُكْرَمِيْنَ (মুকরামীন)-সম্মানিতদের দলভুক্ত।

٧- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

৭। মুমিনদের থেকে তারা (খোদাদ্রোহীরা) কেবলমাত্র একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে যে, তারা সেই মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলো। (সূরা বুরূজ ঃ ৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

نَقَمُوْا (নাকামূ)- তারা প্রতিশোধ নিয়েছে। اَلْعَزِيْزِ (আল-আযীযি)- মহাপরাক্রমশালী। الْحَمِيْدِ (আল-হামীদি)-প্রশংসিত।

আল-হাদীসে শাহাদাতের মর্যাদা

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلشَّهِيْدُ لاَ يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ.

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেমন দংশনে ব্যথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ব্যথা ছাড়া নিহত হবার তেমন কোনো ব্যাথা অনুভব করে না। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! কোনো লোক আল্লাহর পথে আঘাত পেলে, তবে আল্লাহই ভাল করে জানেন, কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাতপ্রাপ্ত, কেয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে। আর তার (জখম) হতে মেশকের মতো সুগন্ধি বের হতে থাকবে। (বুখারী)

٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

৩। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যক্তি ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ ফিরে আসতে চাইবে না। অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে ফিরে এসে দশবার শহীদ হবার আকাংখা করবে। কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পায়। (বুখারী)

٤- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ ستٌّ خِصَالٍ يُغْفَرُلَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهٖ.

৪। হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দীকারিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে শহীদ ব্যক্তির ছয়টি মর্যাদা রয়েছে ঃ (১) প্রথম রক্তপাতেই তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হয়। (৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৪) বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকে। (৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মুণিমুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতেও উত্তম হবে। আর ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট বাহাত্তরজন হূরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে এবং (৬) তাকে তার সত্তরজন আত্মীয়-স্বজনের জন্য শাফায়াত করার জন্য অনুমতি দেয়া হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কার

আল কুরআনে সমাজ সেবা

١- وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

১। তোমরা আল্লাহর এবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করো না। আর তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, কাছের দূরের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের ক্রীতদাস-দাসীদের সাথেও ভালো ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক-অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِحْسَانًا (ইহসানান)- ভালো ব্যবহার। الْقُرْبٰى (কুরবা)- নিকটাত্মীয়। الْجَارِ (আল-জার)- প্রতিবেশী। الْجُنُبِ (আল-জুনুবি)- দূরের (অনাত্মীয়)। بِالْجَنْبِ (বিলজানবি)-পাশাপাশি চলার। مَلَكَتْ (মালাকাত)- মালিক হয়েছে।

٢- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا.

২। তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা দু'জনই যদি তোমার জীবদ্দশায় বৃদ্ধ হয়ে যায়, তবে তাদের (খেদমত

করতে গিয়ে) 'উহ্' শব্দটিও বলবে না ও তাদেরকে ধমক দিবে না এবং তাদের সাথে ভদ্র কথা বলবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَقَضٰى (ওয়াকাদা)- এবং নির্দেশ দিচ্ছেন। اَلْوَالِدَيْنِ (আল ওয়ালিদাইনি)- পিতা-মাতা। يَبْلُغَنَّ (ইয়াবলুগান্না)- তারা পৌঁছে। وَلاَ تَنْهَرْهُمَا (ওয়ালা তানহারহুমা)- তাদেরকে ধমক দিবে না। قَوْلاً كَرِيْمًا -ভদ্র কথা।

٣-وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

২. তোমরা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের অধিকার দিয়ে দাও। আর মোটেই অপচয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَاٰتِ (অআতি)- এবং দিয়ে দাও। حَقَّهٗ (হাক্কাহু)- তাদের হক বা পাওনা, অধিকার। وَابْنَ السَّبِيْلِ (ওয়াবনিস-সাবীলি)- মুসাফিরদেরকে। تَبْذِيْرًا -(তাবযীরান)- অপচয়।

আল-হাদীসে সমাজসেবা

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ.

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক তৃপ্তির সাথে পেট ভরে খায়, আর তার পাশে তারই প্রতিবেশী ভুখা থাকে সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী)

٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ.

২। হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি দিয়ে বেশী ঝোল বানাবে, যাতে তুমি তোমার প্রতিবেশীকেও দিতে পারো। (মুসলিম, দারিমী)

٣-عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন করো, কঠোর নীতি অবলম্বন করো না, সুসংবাদ শোনাতে থাকো এবং পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

৪। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُقَدِّسُ اُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقَّهٗ.

৫। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ঐ জাতিকে পবিত্র করেন না, যে জাতির লোকেরা চারপাশে দুর্বল গরীব লোকদেরকে তাদের অধিকার দেয় না (অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পূরণ করে না)। (শরহে সুন্নাহ)

٦-عَنْ اَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهِ.

৬। হযরত আনাস ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সৃষ্টি সে যে তাঁর পরিবারের (সদস্যদের) সাথে ভালো ব্যবহার করে। (বায়হাকী)

٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَن سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبَقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلاَّ الشَّهَادَةَ.

৭। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সফরে কোনো দলের নেতা তাদের (সফর সঙ্গীদের) সেবক হয়ে থাকে। যে সেবা খেদমতের দিক দিয়ে বেশী অগ্রগামী হয়ে থাকে. কোনো লোকই কোনো আমল দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। হাঁ, তবে শহীদের মর্যাদা আরো উর্ধ্বে। (বায়হাকী)

٨- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يُغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তোমাদেরই অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ যে ভাইকে তার অধীন বানিয়ে দিয়েছেন সে যেন তার ভাইকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরায় যা সে নিজে পরে এবং তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধান করার জন্য সে যেন তার সাহায্য করে। (বুখারী, মুসলিম)

রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র

আল-কুরআনে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র

١- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا.

১। নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে সত্যতার সাথে কিতাব এ জন্যই নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের উপর আল্লাহর দেখানো পথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং বিচার-ফয়সালা করেন। আর আপনি বিশ্বাস-ঘাতকদের পক্ষ অবলম্বনকারী বিতর্ককারী হবেন না। (সূরা নিসা ঃ ১০৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَنْزَلْنَا (আনযালনা)- আমরা নাযিল করেছি। لِتَحْكُمَ (লিতাহকুমা)- আপনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং বিচার-ফয়সালা করেন। اَرَاكَ اللّٰهُ (আরাকাল্লাহ)-আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন। لِلْخَائِنِيْنَ (লিল খয়ীনীনা)- খিয়ানতকারীদের জন্য বা বিশ্বাসঘাতকদের জন্য। خَصِيْمًا (খসীমান)-বিতর্ককারী, ঝগড়া-বিবাদকারী। لَاتَكُنْ (লা-তাকুন) আপনি হবেন না।

٢- وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ.

২। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী তুমি মানুষের উপর হুকুমাত কায়েম করো, আর তাদের মনের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করো না। (সূরা মাইদা ঃ ৪৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَنِ احْكُمْ (আনিহকুম)- তুমি ফয়সালা করো। وَلَا تَتَّبِعْ (ওয়ালা তাত্তাবি')-অনুসরণ করো না। اَهْوَاءَهُمْ (আহওয়াআহুম)- তাদের খেয়াল-খুশী, প্রবৃত্তি।

٣- وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ.

৩। আল্লাহ ফয়সালা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত রদ করার বা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (সূরা রাদ ঃ ৪১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَحْكُمُ (ইয়াহকুমু)-ফয়সালা করেন। مُعَقِّبُ (মুআক্বিবু)- পুনর্বিবেচনা করার। لِحُكْمِهٖ (লি হুকমিহী)- তাঁর সিদ্ধান্ত।

٤- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا.

৪। আল্লাহ ওয়াদাবদ্ধ যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী সৎ কাজ করেছে তাদেরকে তিনি দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দান করবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার ভিত্তিমূলকে গভীরভাবে মজবুত করে দিবেন এবং তাদের ভয়ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (সূরা আন্-নূর ঃ ৫৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ (লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম)- তাদেরকে তিনি অবশ্যই খলীফা বানাবেন। لَيُمَكِّنَنَّ (লাইউমাকিনান্না)- অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন। اِرْتَضٰى (ইরতাদা)- তিনি পছন্দ করেছেন। لَيُبَدِّلَنَّهُمْ (লাইউবাদ্দিলান্নাহুম)- তাদের জন্যে অবশ্যই পরিবর্তিত করে দেবেন। اَمْنًا (আমনান)- নিরাপত্তায়। كَمَا (কামা)-যেমন بَعْدَ (বা'দা)- পরে।

٥- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

৫। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত (যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করে) আদায় করবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

مَّكَّنّٰهُمْ (মাক্কান্নাহুম)-তাদেরকে আমরা ক্ষমতা দেই। اَمَرُوْا (আমারূ)-তারা নির্দেশ দেয়। الْمُنْكَرِ (মুনকারি)-অসৎ কাজ। عَاقِبَةُ (আকিবাতুন)-পরিণতি (চূড়ান্ত)। الْاُمُوْرِ (উমুরে)- সব ব্যাপারে।

٦–وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ.

৬। যদি কোনো দেশের জনগণ ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সেই সমাজের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেন। (সূরা আ'রাফ ঃ ৯৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَهْلَ الْقُرٰى (আহলাল কুরা)- জনপদের লোকেরা। لَفَتَحْنَا (লাফাতাহনা) - আমরা অবশ্যই খুলে দিতাম। بَرَكٰتٍ (বারাকাতিন)-বরকতের দরজাসমূহ।

আল-হাদীসে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র

١– عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَا الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ.

১। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র দেয়া কুরআনের বিধানই একমাত্র বাঁচার উপায়। তাতে তোমাদের অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যত মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুত এটা এক চূড়ান্ত বিধান, এটা কোনো অনর্থক বিষয় নয়। (তিরমিযী)

٢- وَعَنْ اَبِىْ يَعْلِىْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

২। হযরত আবু ইয়াল মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে প্রজাসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করার পর সে যদি তাদের সাথে (দায়িত্বের) খেয়ানত করে নির্ধারিত দিনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣- عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِى أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

৩। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনছি, যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়; তারপর তাদের উপকারের জন্য কোনরূপ চেষ্টা-যত্ন করে না এবং তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসে না, সে মুসলমানদের সাথে কোনোভাবেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

٤- وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ اَىْ بُنَىَّ؛ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ. فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

৪। হযরত আয়েয ইবনে 'আমর' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি; নিকৃষ্টতম শাসক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার প্রজাদের উপর কঠোর ও অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ো। (বুখারী ও মুসলিম)

٥- وَعَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ الْاَزْدِىَّ اَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ وَّلَاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ.

৫। আবু মরিয়ম আয্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যাকে আল্লাহ মুসলমানদের কোনো কাজের শাসক বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করে না, আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্রতা পূরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। একথা শুনে আমীর মুয়াবিয়া (রা) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পূরণ করার জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল-কুরআনে ব্যক্তিগত রিপোর্ট

١– اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

১। (আল্লাহ্ তায়ালা বিচারের দিন আমলনামা হাতে দিয়ে বলবেন) তুমি তোমার দস্তাবেজ পাঠ করো। আর তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِقْرَأْ (ইকরা)- পড়ো, পাঠ করো। كَفٰى -(কাফা)- যথেষ্ট। حَسِيبًا (হাসীবা)- হিসেব দেয়ার জন্য। اَلْيَوْمَ (আল-ইওমা)-আজ।

٢– اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

২। যখন দুই ফেরেশতা ডান ও বাম ঘাড়ে বসে তার আমল (রিপোর্ট) সংগ্রহ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে। (সূরা কাফ-১৭-১৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَتَلَقَّى (ইয়াতালাকা)-গ্রহণ করে, সাক্ষাত লাভ করেছে (অর্থাৎ লিখে)। اَلْيَمِيْنِ (আল-ইয়ামীনি)-ডান দিকে। اَلشِّمَالِ (আশ্-শিমালি)-বাম দিকে। قَعِيْدٌ (কায়িদু)- উপবিষ্ট।

٣–عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

৩। হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর কাছে (ভালো কিছু) প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম, অসহায়। (তিরমিযী)

আল-কুরআনে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ خَشْيَةِ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

১। (হে রাসূল) আপনি বলুন, আসো, আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক যেসব বস্তু হারাম করেছেন সেগুলো পাঠ করে শুনাই। সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, নিজ সন্তানদের অভাবের আশংকায় হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযক দেই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাছেও যেও না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন তাকে ন্যায়সংগত কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যেন তোমরা বুঝো।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَعَالَوْا (তা'আলাও)- তোমরা আসো। لاَتُشْرِكُوْا (তুশরিকূ)- তোমরা কোন কিছুকে অংশীদার করো না, শিরক করো না اِمْلاَقٍ (ইমলাকিন)-অভাব-অনটন। فَوَاحِشَ (ফাওয়াহিশা)-অশ্লীল ও নির্লজ্জ। تَعْقِلُوْنَ (তা'কিলূন)- তোমরা বুঝো। بَطَنَ (বাতানা)- অপ্রকাশ্য।

٢- وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

২। উত্তম পন্থা ব্যতীত তোমরা ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেও না, তারা বয়:প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত (তাদের সম্পদের হেফাজত করো)। ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে ওজন ও মাপ পূর্ণ করো। আমি কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট চাপিয়ে দেই না। তোমরা যখন কথা বলো, তখন সুবিচার করো, যদি সে আত্মীয়ও হয়। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لاَ تَقْرَبُوْا (লা তাকরাবু)-তোমরা কাছেও যেও না। يَبْلُغَ (ইয়াবলুগা)-পৌঁছা। اَشُدَّهٗ (আশুদ্দাহু)-তারা বয়:প্রাপ্ত। الْكَيْلَ (কাইলা)- মাপ। الْمِيْزَانَ (মীযান)-ওজন। بِالْقِسْطِ (বিলকিসতি) -ন্যায় ও ইনসাফ। نُكَلِّفُ (নুকাল্লিফু)- আমি কষ্ট দেই না। وُسْعَهَا (উসআহা)-সাধ্যের বাইরে। فَاعْدِلُوْا (ফা'দিলূ)-সুবিচার করো। بِعَهْدِ (বিঅ'াহদি)- অঙ্গীকার। اَوْفُوْا (আওফূ)-পূর্ণ করো। وَصّٰكُمْ (ওয়সসাকুম)-তিনি তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন।

٤- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

৩। এটাও তাঁর হেদায়াত যে, এটাই আমার সোজা সরল-সুদৃঢ় পথ। অতএব, তোমরা এ পথেই চলো; এটা ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না। চললে ওটা তাঁর পথ হতে সরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে বিছিন্ন করে দিবে। এটা হচ্ছে সেই হিদায়াত যা তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্ভবত তোমরা সতর্ক হবে।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

صِرَاطِى (সিরাতী)-আমার পথ। فَتَفَرَّقَ (ফাতাফাররাকা)- বিছিন্ন করে দিবে। وَصّٰكُمْ (ওয়সসাকুম)- তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন।

٥- خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

৪। আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল এবং সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ-জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাক।

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

خُذْ (খুযে)- গড়ে তোল। العَفْوَ (আফওয়া)-ক্ষমা। بِالْعُرْفِ (বিল উরফি)- সৎ কাজের। اَعْرِضْ (আ'রিদ)-দূরে থাকো, এড়িয়ে যাও। الجَاهِلِيْنَ (জাহিলীন)- মূর্খ-জাহিলদের।

٥- وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْاسَلٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا أٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْ نَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا. اِلاَّ مَنْ تَابَ وَأٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. وَالَّذِيْنَ لاَيَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِأٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِيْنَ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا. قُلْ مَا يَعْبَؤُبِكُمْ رَبِّىْ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا.

৫. দয়ালু রহমানের (আসল) বান্দাগণ– তারা জমিনের বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে। জাহিল লোকেরা তাদেরকে বলে, তোমাদের প্রতি সালাম। তারা নিজেদের রব-এর সমীপে সিজদা অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে। তারা দোআ করে এ বলে ঃ "হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও।এর আযাব তো বড়োই প্রাণান্তকর ও বিনাশকারী; তা অত্যন্ত খারাপ আশ্রয় ও অবস্থানের জায়গা।" তারা যখন খরচ করে অপচয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা আল্লাহর ছাড়া আর কোন ইলাহকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতীত আল্লাহর হারাম-করা কোন প্রাণকে ধ্বংস করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি এইসব কাজ করে, সে নিজের গুনাহের প্রতিফল পাবে। কিয়ামতের দিন তাকে দ্বিগুন আযাব দেয়া হবে এবং সেখানেই সে চিরদিন পড়ে থাকবে। কিন্তু লাঞ্ছনা সহকারে যারা তওবা করে এবং ঈমান এনে নেক কাজে রত রয়েছে, তাদের দোষ-ক্রটি ও অন্যায় কাজকে আল্লাহ ভালো কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। যে ব্যক্তি তওবা করে, নেক আমল করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করতে তারা ভদ্রলোকের মতই অতিক্রম করে। যাদেরকে তাদের রব্ব-এর আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা তার প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না। তারা দো'আ করতে থাকে ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের

ইমাম বানিয়ে দাও।" এরাই হচ্ছে সেই লোক যারা নিজেদের সবর-এর ফল উত্তম মনযিলরূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম সেই আশ্রয়, কতই না চমৎকার সেই আবাস। (হে মুহাম্মাদ!) বলো ঃ তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা তো তাকে অস্বীকার করেছ। অতি শীঘ্রই এমন শাস্তি পাবে যে, এর কবল হতে প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩-৭৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

عِبَادُ (ইবাদু)-বান্দাগণ। يَمْشُوْنَ (ইয়ামশূনা)- চলাফেরা করে। هَوْنًا (হাওনা)-নম্রভাবে। خَاطَبَهُمْ(খা-ত্বাবাহুম)- তাদরেকে সম্বোধন করে। سَلٰمًا (সালামা)- তোমাদেরকে সালাম। يَبِيْتُوْنَ (ইয়াবীতূনা)- রাত অতিবাহিত করে। اِصْرِفْ (ইসরিফ)- বিদূরিত করো। مُسْتَقَرًّا (মুসতাকাররান)- বিশ্রামস্থল। مُقَامًا (মুকামান)- বাসস্থান। لَمْ يُسْرِفُوْا (লাম উসরিফূ)-অপব্যয় করে না। يَقْتُرُوْا (ইয়াক্তুরু)-কার্পণ্য করে। يُضْعَفْ (ইউজা'ফ)-দ্বিগুণ করা হবে। سَيِّاٰتِهِمْ (সায়্যিআতিহিম)- তাদের অন্যায়কে। مَتَابًا (মাতাবান)- অনুতপ্ত হয়ে। بِاللَّغْوِ (বিলল্লাগবে)- অর্থহীন বিষয়কে। يَخِرُّوْا (ইয়াখিররূ)- তারা পড়ে থাকে। عُمْيَانًا ('উমইয়ানান)- বধির হয়ে। قُرَّةَ (কুররাতা)- শীতলতা। الْغُرْفَةَ (গুরফাতা)- উচ্চতম মঞ্জিল। يُلَقَّوْنَا (ইউলাক্কাওনা)- তারা পাবে। مُسْتَقَرًّا (মুসতাকাররান)- বিশ্রামাগার। دُعَاءُكُمْ (দু'আউকুম)- তোমাদের প্রার্থনা। لِزَامًا (লিযামান)- স্থায়ী, অপরিহার্য (শাস্তি)।

৫–وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ

لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ
تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا. وَءَاتِ
ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ
تَبْذِيْرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ
الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ
رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا. وَلاَ
تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا. وَلاَ
تَقْتُلُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا. وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ
فٰحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلاً. وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ
اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ
سُلْطٰنًا فَلاَ يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا. وَلاَ
تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ
اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً. وَاَوْفُوا
الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ

خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً. وَلاَ تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً. كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا.

৫। তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত করবে না ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতাপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিল।' তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালো জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবে তিনি আল্লাহ্ অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল। আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। যদি তাদের হতে তোমার মুখ ফিরাতেই হয়, যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখে না এবং ওটা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। আর যেনার নিকটবর্তী হয়ো না, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ যার হত্যা

নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই। ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। মেপে দিবার সময় পূর্ণ মেপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনও পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। এই সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-৩৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

وَقَضٰى (অকাদা)- আদেশ দিয়েছেন। اِيَّاهُ (ইয়্যাহু)- একমাত্র তাকেই। اِحْسَانًا (ইহসানা)- সদ্ব্যবহারের। كَرِيْمًا (কারীমান)- সম্মানজনকভাবে। وَاخْفِضْ (অখফিদ)- প্রসারিত করো। اَلْمُبَذِّرِيْنَ (আল মুবায্যিরীনা)- অপচয়কারী। كَفُوْرًا (কাফূরান)- অস্বীকারকারী। مَيْسُوْرًا (মাইসূরান)-নম্রভাবে। مَحْسُوْرًا (মাহসূরান)- নিঃস্ব। سَاءَ (ছা'য়া)- খারাপ। مَنْصُوْرًا (মানসূরান)-সাহায্যপ্রাপ্ত। مَسْئُوْلاً (মাসউলা)-জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। كِلْتُمْ (কিলতুম)- ওজন করো। اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً (আহসানু তা'বীলা)-এটাই পরিণামে উত্তম। وَلاَ تَقْفُ (অলা তাকফু)- অনুসরণ করো না। وَالْفُؤَادَ (অলফুয়াদা)-হৃদয়। مَرَحًا (মারাহান)-গর্বভরে। لَنْ تَخْرِقَ (লান তাখরিকা)- বিদীর্ণ করতে পারবে না। تَبْلُغَ (তাবলুগা)- পৌঁছতে পারা। طُوْلاً (তূলান)- উচ্চতায়। سَيِّئُهُ (সাইয়্যেয়ুহু)- খারাপ। مَكْرُوْهًا (মাকরূহান)-মন্দ, অপছন্দনীয়।

কুরআন

١- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - (نور - ٣٠)

(১) হে নবী! মুমিন পুরুষদের বল; তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। ইহা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আন-নূর : ৩০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَغُضُّوْا (ইয়াগুদ্দূ)- তারা যেন সংযত করে। اَبْصَارِهِمْ (আবছারিহিম)- তাদের দৃষ্টিগুলোকে। يَحْفَظُوْا (ইয়াহফাযূ)- হিফাযত করে। فُرُوْجَهُمْ (ফুরূজাহুম)- তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে। اَزْكٰى (আয্‌কা)- পবিত্রতম। خَبِيْرٌ (খাবীরুন)- খবর রাখেন। يَصْنَعُوْنَ (ইয়াছনাঊন)- যা তারা করে।

٢- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - (المؤمنون : ٥)

(২) [মুনিদের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে) তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (সূরা মু'মিনুন : ৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لِفُرُوْجِهِمْ (লিফুরূজিহিম)- তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে। حَافِظُوْنَ (হাফিযূন)- হেফাযতকারী।

٣- وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - (الاحزاب : ٣٢)

(৩) আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সেঁজে-গুজে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। (সূরা আহযাব : ৩৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

قَرْنَ (কারনা)- অবস্থান করে। بُيُوْتِكُنَّ (বুইউতিকুন্না)- তোমাদের ঘরগুলোয়। تَبَرَّجْنَ (তাবাররাজনা)-তোমরা প্রদর্শন কর। اَلْجَاهِلِيَّةَ (আলজাহিলিয়াতা)- জাহেলী যুগের। الاُوْلٰى (উলা)- পূর্বতন।

٤- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ (النور : ٢٧)

(৪) হে ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে প্রবেশ কর না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাও ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাও। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (সূরা আন-নূর : ২৭)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لاَتَدْخُلُوْا (লা তাদখুলূ)- তোমরা প্রবেশ করো না। بُيُوْتًا (বুইউতান)- ঘরগুলোতে। غَيْرَ (গাইরা)- ব্যতীত। تَسْتَانِسُوْا (তাসতা'নিসূ)- তোমরা অনুমতি চাও। تُسَلِّمُوْا (তুসাল্লিমূ)- তোমরা সালাম দাও। اَهْلِهَا (আহলিহা)- তার অধিবাসীদের। تَذَكَّرُوْنَ (তাযাক্কারূন)- তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

হাদীস

١- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صعلم) عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةَ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرَكَ - (مسلم)

(১) হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? হুযুর (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নেবে।' (মুসলিম)

٢- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (صعلم) قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ - (ترمذي)

(২) ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, 'মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী)

٣- اِنَّ النَّظْرَ سَهَمٌ مِّنْ سَهَمِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِيْ اَبْدَلْتَهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ - (ترمذي)

(৩) দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দেব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (তিরমিযী)

গীবত

কুরআন

١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ - اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَاتَجَسَّسُوْا وَلَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - وَاتَّقُوااللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

(১) হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা অনেকটা ধারণা পোষণ হতে বিরত থেকো, কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুজুরাত : ১২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اِجْتَنِبُوْا (ইজতানিবূ)- বিরত থাক। كَثِيْرًا (কাছীরান)- অত্যাধিক। ظَنّ (যান্না)- ধারণা করা। تَجَسَّسُوْا (তাজাসসাসূ)- তোমরা দোষ খোঁজ কর। يَغْتَبْ (ইয়াগতাব)- গীবত কর। لَحْمَ (লাহমা)- গোশত। مَيْتًا (মাইতান)- যে মৃত। فَكَرِهْتُمُوْهُ (ফাকারিহতুমূহু)- বস্তুত তোমরা ঘৃণাই কর। تَوَّابٌ (তাওয়াবুন)- তওবা কবুলকারী।

٢- لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -

(২) আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (সূরা নিসা : ১৪৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَلْجَهْرَ (আলজাহরা)- প্রকাশ করবে। بِالسُّوْءِ (বিসসূয়ি)-মন্দ কথা।

হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صلعم) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَااَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ

تَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ –

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জওয়াব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুজুর (সা) বললেন গীবত হল তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা----- (সা)কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা) জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বোহতান। (মুসলিম)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়/বায়তুলমাল

কুরআন

١– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَّلَاشَفَاعَةٌ –

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না। (সূরা বাকারা : ২৫৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَنْفِقُوْا (আনফিকূ)- তোমরা খরচ কর। رَزَقْنٰكُمْ (রাযাকনাকু)- তোমাদের আমরা রিযিক দিয়েছি। يَاْتِىَ (ইয়া'তিয়া)- আসবে। بَيْعٌ (বাইয়ূন)- বেচাকেনা। خُلَّةٌ (খুল্লাতুন)- বন্ধুত্ব। شَفَاعَةٌ (শাফায়াতুন)- সুপারিশ।

٢– اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ

الْـغَـيْـظَ وَالْـعَـافِـيْـنَ عَـنِ الـنَّـاسِ ـ وَالـلّٰـهُ يُـحِـبُّ الْـمُـحْـسِـنِـيْـنَ ـ

(২) যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান . ১৪৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُـنْـفِـقُـوْنَ (ইউনফিকূনা)- খরচ করা। اَلـسَّـرَّاءِ (আস্‌সারায়ি)- সচ্ছল অবস্থা। اَلـضَّـرَّاءِ (আদদাররায়ি)- অসচ্ছল অবস্থা। اَلْـكَـظِـمِـيْنَ (আলকাযিমীনা)- দমন করে বা নিয়ন্ত্রণ করে। اَلْـغَـيْـظَ (আলগাইযা)- ক্রোধ। اَلْـعَـافِـيْـنَ (আলআফীনা)- ক্ষমাকারী।

٣- وَلَا يُـنْـفِـقُـوْنَ نَـفَـقَـةً صَـغِـيْـرَةً وَّلَا كَـبِـيْـرَةً وَّ لَا يَـقْـطَـعُـوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُـتِـبَ لَـهُمْ لِـيَـجْـزِيَـهُـمُ اللّٰهُ اَحْـسَـنَ مَـا كَـانُـوْا يَـعْـمَـلُـوْنَ -

(৩) তারা অল্প বা বেশী যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোন উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন। (সূরা তওবা : ১২১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

نَـفَـقَـةً (নাফাকাতান)- এমন কোন খরচ। يَـقْـطَـعُـوْنَ (ইয়াকতাউনা)- তারা অতিক্রম করে। لِـيَـجْـزِيَـهُـمْ (লিইয়াজযিয়াহুম)- তাদেরকে প্রতিদান দেন।

٤- وَاَنْـفِـقُـوْا فِيْ سَـبِـيْـلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُـوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ - وَاَحْسِنُوْا - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْـمُـحْـسِـنِـيْـنَ -

(৪) খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজ আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজ উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : ১৯৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تُلْقُوْا (তুলকূ)- তোমরা নিক্ষেপ করো। اَلتَّهْلُكَةِ (আততাহলুকাতি)- ধ্বংস।

٥- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ -

(৫) আল্লাহকে যারা উত্তম ঋণ দান করে, আল্লাহ তাদেরকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করেন। (সূরা তাগাবুন : ১৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تُقْرِضُوْا (তুকরিদূ)- তোমরা ঋণ দান কর। يُضٰعِفْهُ (ইউদায়িফহু)- কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَامِنْ يَّوْمٍ يُّصْبِحُ الْعِبَادُ الاَّ مَكَانَ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِيْ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّيَقُوْلُ الْاٰخِرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ, তুমি দানকারীকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى خَرِيْم ابْنِ فَاتِك (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعَ مِائَةَ ضِعْفٍ

(২) আবু ইয়াহইয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাতশত গুণ সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي اَنْفِق يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقُ عَلَيْكَ -

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

আখেরাত

কুরআন

١- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّتَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلاَيُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ -

(১) আর তোমরা সেদিনের ভয় করো, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (সূরা বাকারা : ৪৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اتَّقُوْا (ইত্তাকূ)- তোমরা ভয় কর। تَجْزِيْ (তাজযী)- কাজে আসবে। يُؤْخَذُ (ইউখাযু)- নেয়া হবে।

٢- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -

(২) তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (সূরা বাকারা : ১২৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُقْبَلُ (ইউকবালু)- গ্রহণ করা হবে। تَنْفَعُهَا (তানফাউহা)- তাকে ফায়দা দেবে।

٣- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا -

(৩) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে নিঃসংগ অবস্থায় একাকী আসবে। (সূরা মারইয়াম : ৯৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

كُلُّهُمْ (কুল্লুহুম)- তাদের সবাই। اٰتِيْهِ (আতীহি)- তাঁর কাছে আসবে। فَرْدًا (ফারদান)- একাকী।

٤- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

(৪) সেই দিন (কিয়ামতে) তাদের জিহ্বা তাদের হাত এবং তাদের পা তারা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা আন-নূর : ২৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَشْهَدُ (তাশহাদু)- সাক্ষ্য দেবে। اَلْسِنَتُهُمْ (আলসিনাতুহুম)- তাদের জিহ্বাগুলো। اَيْدِيْهِمْ (আইদীহিম)- তাদের হাতগুলো। اَرْجُلُهُمْ (আরজুলুহুম)- তাদের পাগুলো। يَعْمَلُوْنَ (ইয়া'মালূন)- তারা যা করছিল।

٥- يَوْمَ لاَتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا- وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ.

(৫) এটা সেই দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না, ফয়সালা সে দিন একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে থাকবে। (সূরা আল-ইনফিতার : ১৯)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَمْلِكُ (তামলিকু)- সাধ্য থাকবে। شَيْئًا (শাইয়া)- কিছু করতে।

٦- قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لاَّتَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلاَتَسْتَقْدِمُوْنَ.

(৬) বলুন হে নবী! তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক মুহূর্ত আগে ও পরে করতে তোমরা সক্ষম নও। (সূরা সাবা : ৩০)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

مِيْعَادُ (মী'য়াদু)- সুনির্দিষ্ট। تَسْتَاْخِرُوْنَ (তাছতা'খিরূনা)- তোমরা বিলম্ব করতে পারবে। سَاعَةً (ছ'য়াতান)- মুহূর্তকাল। تَسْتَقْدِمُوْنَ (তাসতাকদিমূনা)- তোমরা ত্বরান্বিত করতে পারবে।

٧- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

(৭) তারপর সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে দেয়া সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আত-তাকাসুর : ৮)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

لَتُسْئَلُنَّ (লাতুসয়ালুন্না)- তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

হাদীস

١- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ كُنْتُ نَهَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزْهِدُ

فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ –

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে। (ইবনে মাজাহ)

٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهُ مَنْ اَكْيَاسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُ هُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ اَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ –

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল : লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বলেছেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং তার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক, তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা লাভ করতে পারে। (তাবরানী)

٣– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهٗ رَاىَ عَيْنَ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَاالسَّمَاءُ انْشَقَّتْ –

(৩) হযরত ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতে ইনশিক্বাক পাঠ করে। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)

কুরআন

١- وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ.

(১) তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

مَغْفِرَةً (মাগফিরাতান)- ক্ষমা। عَرْضُهَا (আরদুহা)- প্রশস্ততা।

٢- وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

(২) হে মুহাম্মদ! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (সূরা বাকারা : ২৫)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

بَشِّرِ (বাশশিরি)- সুসংবাদ দাও। اَنْهَارَ (আনহার)- ঝর্ণাধারা।

٣- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ - ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

(৩) আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই চির দিন

সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা তাওবা : ৭২)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

مَسْكَنَ (মাছাকিন)- বসবাস স্থানের (ওয়াদা)। رِضْوَانَ (রিদওয়ান)- সন্তুষ্টি।

٤- وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ.

(৪) জান্নাতে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে। (সূরা হা-মীম সিজদা : ৩১)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

تَشْتَهِىْ (তাশতাহী – ইচ্ছা পোষণ করা। تَدَّعُوْنَ (তাদ্দাউন)- তোমরা দাবী করবে।

হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ (صلعم) مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَااِلٰهَ الأَاللّٰهُ - ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ الاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

(১) হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এ কথার ঘোষণা দেয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এ অনুযায়ী আমল করে) এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعَدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَاُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ -

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাহদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামতসমূহ তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি। (বুখারী, মুসলিম)

জাহান্নাম

কুরআন

١- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ - لاَيُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَيُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا - كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ -

(১) যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য শাস্তি কমিয়েও দেয়া হবে না, এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আল ফাতির : ৩৬)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يُقْضٰى (ইউকদা)- চূড়ান্ত করা। يُخَفَّفُ (ইউখাফফাফু)- হালকা করা হবে। نَجْزِىْ (নাজযী)- আমরা প্রতিফল দেই।

٢- فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ - وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ - لاَبَارِدٍوَّلاَكَرِيْمٍ -

(২) তারা (জাহান্নামের অধিবাসীরা) লু-হাওয়া, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার মাঝে থাকবে। তা না ঠাণ্ডা না শান্তিপ্রদ হবে। (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ : ৪২-৪৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

ظِلٍّ (ঝিল্লি)- ছায়া। يَحْمُوْمٍ (ইয়াহমুম)- কাল ধোঁয়া। بَارِدٍ (বারিদ)- ঠাণ্ডা। كَرِيْمٍ (কারিম)- আনন্দদায়ক। سَمُوْمٍ (ছামূমি)- লু হাওয়া। حَمِيْمٍ (হামিমি)- উত্তপ্ত পানি।

٣- اِنَّهٗ مَنْ يَّاتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى -

(৩) যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহান্নাম। সেথায় সে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা ত্বহা : ৭৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

يَاْتِ (ইয়া'তি)- উপস্থিত হবে। مُجْرِمًا (মুজরিমান)- অপরাধী হয়ে। جَهَنَّمَ (জাহান্নামা)- জাহান্নাম (দোযখ)। يَمُوْتُ (ইয়ামূতু)- সে মরবে। يَحْيٰى (ইয়াহইয়া)- বাঁচবে।

٤- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

(৪) (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী) গুনাহগার লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা যুখরুফ : ৭৪)

উচ্চারণসহ শব্দার্থ

اَلْمُجْرِمِيْنَ (আলমুজরিমীনা)- অপরাধীরা। خَالِدُوْنَ (খালিদূনা)- অনন্তকাল।

হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارِ -

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানের বিচারকের পদ প্রার্থনা করলো এবং পদ লাভের পর তার ন্যায় বিচার যুলুমের উপর বিজয়ী হলো, সে জান্নাতবাসী হবে, আর যদি ন্যায় বিচারের উপর যুলুম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)

٢- قَالَ النَّبِيُّ (صلعم) وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبُ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلٰى الْفُجُوْرِ - وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَي النَّارِ -

(২) মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাফরমানীর কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ ও নাফরমানী মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

٣- وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ (صلعم) قَالَ اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

(৩) হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম)